www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

দেশ বিদেশের খবর ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৪ ফাল্গুন – ২০ ফাল্গুন, ১৪২২ ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি – ৪ মার্চ, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 18, 27 February - 4 March, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ডানকান গোষ্ঠীর চা বাগানের শ্রমিকদের পাশে এবার

এসে দাঁড়ালো কলকাতা হাইকোর্ট। বকেয়া মেটাতে অবিলম্বে ব্যাঙ্কে চার কোটি টাকা ডানকান গোষ্ঠীকে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার : কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য করার দাবিতে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রেল অবরোধ করায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল। তিনদিন ধরে অনুরোধ উপরোধের পর অবশেষে পুলিশ তৎপর হলে রণে ভঙ্গ দেন অবরোধকারীরা।

সোমবার : পাকিস্তানে সাহিত্য উৎসবে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন ভারতের এক ঝাঁক তারকা। প্রধান অতিথি ছিলেন

শর্মিলা ঠাকুর। প্রথমে অনুপম খেরকে ভিসা না দিয়ে একপ্রস্থ অসৌজন্যতা দেখিয়েছিল পাকিস্তান। এবার শর্মিলাকেও হেনস্থা করল ও দেশের অভিবাসন দপ্তর।

মঙ্গলবার : জেএনইউ কান্ডে পলাতক বলে চিহ্নিত পাঁচ ছাত্র ক্যাম্পাসে উদয় হয়ে জানিয়ে দিল

তারা দেশবিরোধী শ্লোগান দেন নি। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতেও রাজি। আর যাই হোক জেএনইউ যাদবপুর কান্ডে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যে দেশবিরোধী শ্লোগান দেশদ্রোহীতার সামিল এটা সবাই বুঝেছে।

বুধবার : সামনে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের দাপাদাপি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা তাদের প্রথম প্রয়াস। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে কমিশনের কড়া নজর থাকবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর।

বৃহস্পতিবার : রাজনৈতিক মদতে অটোচালকদের দৌরাত্ম ক্রমশঃ বাড়ছে। পথে পুলিশ অন্যদের

উপর তৎপর হলেও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই অবাধে চলছে হাজার হাজার অটো। উত্তর কলকাতায় এবার শিকার পরীক্ষার্থী।

শুক্রবার : সংসদে পেশ হল রেল বাজেট। বাড়ল না যাত্রীভাড়া। জোর যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতায়। চালু

হয়েছে কয়েকটি নতুন ট্রেন। বাংলার প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ আশাব্যঞ্জক নয়। ● সবজান্তা খবরওয়ালা

বনদপ্তরের অত্যাচারের প্রতিবাদে আন্দোলন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা

মেহেবুব গাজি

সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মৎস্যজীবীদের মধু, মাছ, কাঁকড়া ধরা বন্ধের পাশাপাশি বন দপ্তর ও বাঘ্র প্রকল্পের কর্মীদের লাগাতার আক্রমণের বিরোধীতা করে নদীপথে আন্দোলনে নামলেন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা। চলতি মাসের ১০ তারিখ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এবং সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থেকে নদীপথে শুরু হয়েছে অভিনব এই প্রতিবাদ যাত্রা। যাত্রাপথে দুটি লঞ্চে চেপে আন্দোলনরত কয়েক'শ পুরুষ ও মহিলা মৎস্যজীবী সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন। গ্রামের অসহায় মৎস্যজীবীদের কাছে ২০০৬ সালের বনবাসী অধিকার আইন নিয়ে মৎস্যজীবীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছেন সংগঠন কর্তা প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, মিলন দাস, গোবিন্দ দাস, সুরজিৎ মাইতিরা। পাশাপাশি সুন্দরবনের গ্রামের অসহায় মৎস্যজীবীরাও তাঁদের নানান তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছেন সংগঠনের কর্তা সহ প্রতিবাদ যাত্রায় অংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবীদের। মাস খানেক ধরে প্রায় ২০০ কিমি নদীপথ অতিক্রম করে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত চলবে এই প্রতিবাদ যাত্রা। এরপর সুন্দরবনের অসহায় মৎস্যজীবীদের একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হবেন সংগঠনের নেতৃত্ব সহ আন্দোলনরত মৎস্যজীবীরা। এমনকি সরকারি ক্ষতিপুরণের দাবিতে মৎস্যজীবীদের এই প্রতিবাদ যাত্রায় অংশ নিয়েছেন

বিভিন্ন সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে নিহত ১২ মৎস্যজীবীর বিধবা স্ত্রীরাও। এরা সকলেই গোসাবার চরঘেরি, রজতজুবিলি, পরশমনি ও বিধান কলোনির বাসিন্দা। এদের মধ্যে হরিমতি মণ্ডল, কাননবালা মণ্ডল, গীতা মৃধা, নমিতা বিশ্বাস ও মালতি সর্দারদের অভিযোগ, 'স্বামীর মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। বৈধ পাশ সহ ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়েছিলাম বনদপ্তরে কিন্তু কোনও ক্ষতিপূরণ মেলেনি। তাই আমরাও এই প্রতিবাদ যাত্রায় সামিল হয়েছি।' জেলার মুখ্য বন আধিকারিক তৃপ্তি সাউ ফোনে জানান, 'আইন মোতাবেক কিছু বিধি নিষেধ আছে। তবে মৎস্যজীবীদের অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকটাও ভাবা হচ্ছে।'

বনদপ্তর ও মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, ২০১৩ সালে পাথর প্রতিমার ঢুলিভাসানি ও চুলকাটি জঙ্গল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার স্কোয়ার বর্গফুট এলাকাকে পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য হিসেবে নোটিফিকেশন জারি করে রাজ্য সরকার। তারপর থেকেই ওই এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে বসবাসকারি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য মৎস্যজীবীদের ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বনদপ্তর। ফলে ওই এলাকায় মধু সংগ্রহ করার পাশাপাশি মাছ, কাঁকড়া ধরা বন্ধ হয়ে যায় মৎস্যজীবীদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

অপূর্ব-নীলাঞ্জনার শেষ যাত্রায় ভাসল সোনারপুর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বাবা ও মায়ের বিচ্ছেদের জেরে টানাপোড়েনের মধ্যে চলছিল ১০ বছরের মেয়ে নীলাঞ্জনা (তৃষ্ণা) দেবনাথের ভবিষ্যৎ। নীলাঞ্জনার মা বন্দনা দেবনাথ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে দেবনাথ থেকে হন গায়েন। কিন্তু বন্দনা দেবী ও তার প্রথম স্বামী নির্মল দেবনাথের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে ঝামেলা চলছিল। বিচ্ছেদ করেও ঝামেলা শেষ হয়নি। কারণ মেয়ের অভিভাবক কে হবে সেই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেনি তারা দুজনেই। গড়িয়ায় মায়ের এই নতুন সংসারে থাকতে পছন্দ হয়নি নীলাঞ্জনার। ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে নীলাঞ্জনা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মা সোনারপুর থানায় অপহরণের অভিযোগ করেন নির্মলবাবুর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ দুপুর তিনটের সময় রওনা হয় পাথরপ্রতিমায় নীলাঞ্জনার খোঁজে। বাবা নির্মল দেবনাথের বাড়ি থেকে বুঝিয়ে তাকে

নিয়ে আসে সোনারপুর থানায়। রাত তখন ১১টা। এরপর সুভাষগ্রাম হাসপাতালে তার শারিরীক পরীক্ষার পর নরেন্দ্রপুর এলাচি হোমে অটো করে নিয়ে যাওয়ার পথে রথতলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় নীলাঞ্জনা। ওই দুর্ঘটনায় আরো মারা যায় সোনারপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার ২৬ বছরে অপূর্ব মজুমদার। সেই সঙ্গে আহত হয় অটোচালক সহ চারজন।।

পুলিশ সূত্রের খবর, নীলাঞ্জনা দেবনাথ বছর দশেকের মেয়ে। মায়ের নাম বন্দনা দেবনাথ, পিতা নির্মল দেবনাথ। বন্দনা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তুফান গায়েনকে। তখন নীলাঞ্জনা হয় তৃষ্ণা গায়েন। কিন্তু নীলাঞ্জনা বেশি পছন্দ করতো তার বাবা নির্মলকে। নির্মলের বাড়ি পাথরপ্রতিমায় চলে যায় সে। সে দিন রাতে সোনারপুর থানায় পর্যাপ্ত গাড়ি না থাকায় থানার মাসিক বরাদ্দ করা একটি অটো ছয়জনকে নিয়ে নরেন্দ্রপুর এলাচি হোমের পথে রওনা দেয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোটের আওয়াজ

বামেদের মুখ হতে পারেন মৌসুমী-টুম্পা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে নির্বাচনকে ঘিরে এবং প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে ততই চড়ছে উত্তেজনার পারদ। শাসক এবং বিরোধী দল উভয়পক্ষ জোট-ঘোট সহ তলে তলে নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যাপকভাবে সক্রিয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার পর

১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যা শেষ হল ২৬ ফেব্রুয়ারি। এরপরই রাজ্যে নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষিত হবে সরকারিভাবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের অভিমত। ইতিমধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তথ্যাভিজ্ঞমহল সূত্রে উঠে এল বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য। এই মহলের মতে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূলের অনেক নতুন মুখকে সামনে দেখা যাবে। এঁদের মধ্যে যাদের থাকার সম্ভাবনা তারা হলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকার, বিদেশ বসু, ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্ল, তৃণমূল ছাত্রনেতা সৌরভ চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেব নারায়ণ সরকার, সিপিএমের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা (যিনি সম্প্রতি তৃণমূলে যোগদান করেছেন) বুদ্ধিজীবী সুবোধ সরকার ও নির্বেদ রায়। এদের মধ্যে থেকে অন্তত কমপক্ষে তিনজনকে দেখা যাবে মন্ত্রীত্বেও। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের আরও অভিমত বিগত পাঁচ বছরে জনসংযোগে বিধায়ক হিসেবে ব্যর্থতা থাকলেও দল আপাতত তাদের প্রার্থী পদ থেকে সরাচ্ছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাতৃভাষা!

শিক্ষার সঙ্গে কলকাতা পুরসভার যোগাযোগ চিরদিনের। একসময় প্রাথমিক শিক্ষায় এই শহরে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কলকাতা পুরসভার। শিশুদের ভিত গড়ার কাজে জুড়ি ছিল না তার। অথচ এখন পুরসভার নানা হোর্ডিং-এ চলছে মাতৃভাষার যথেচ্ছচার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মুহূর্তে আরও প্রকট হয়ে উঠল পাশের ব্যানারটি। স্বাস্থ্যের 'টিকা' পরিণত হল ছাত্রছাত্রীদের 'টীকা' রচনায়। কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলতে লেখা হয় 'টীকা'। যাকে ইংরাজিতে বলে ফুট নোট। পুরসভার শিক্ষায় এই অধঃপতন কেন?

বিজ্ঞানকে পিছনে ফেলে মায়েদের আকুল আকুতি রথ-কদলির মেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: আষাঢ়ে নয়। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার কুমারপুর গ্রামের মানুষ রথাযাত্রা পালন করেন মাঘী পূর্ণিমাতে। তাই স্থানীয়রা বলেন অকাল রথ। গত সাতাত্তর বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে মৃদঙ্গভাঙা নদীর দ্বীপ এলাকার এই রথের মেলা। তবে এই মেলার বিশেষ একটা তাৎপর্য রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা ও জেলার বাইরে থেকে নিঃসন্তান মহিলারা এই মেলায় ভিড় জমান। কিন্তু কেন?

এলাকার প্রবীণ মানুষদের কথা থেকে জানা যায়, জল জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনে জমিদারি করতে এসেছিলেন মেদিনীপুরের বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বেরা। জঙ্গল হাসিল করার পর এখানেই থেকে গিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কথিত আছে, জ্ঞানেন্দ্র একদিন কুলদেবতা গোপাল ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পান। সেই স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মাঘী পূর্ণিমাতে রথ যাত্রার আয়োজন করেন। সেই রথের গায়ে দুটি কলা বেঁধে নিঃসন্তান জমিদার গিন্নি কমলাদেবী প্রার্থনা করেন। তারপর সেই রথের রশিতে টান দিয়ে সেই কলা খেয়ে সন্তনাসম্ভবা হন তিনি। পরে দুই পুত্র সন্তান হয় জমিদার দম্পতির। সেই বিশ্বাস থেকে এই রথের মেলার সূচনা। এই প্রবাদ ও লোকাচারকে বিশ্বাস করে প্রত্যেক

বছর মাঘী পূর্ণিমাতে ভিড় জমান হাজার হাজার নিঃসন্তান মহিলারা। সোমবার মেলায় জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দির থেকে রথের রশিতে টান দেওয়া হয়। প্রায় হাজার খানেকের বেশি নিঃসন্তান মহিলা রথের গায়ে কলা বেঁধে প্রার্থনা করেন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার কাছে।

উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের মলিনা চক্রবর্তী। সাত বছর বিয়ের পরও তিনি নিঃসন্তান। মলিনাদেবী জানালেন, 'এক আত্মীয়ের মুখে শুনে এখানে এসেছি। সেই আত্মীয় নিঃসন্তান ছিলেন। এখানে পুজো দেওয়ার পর তিনি মা হয়েছেন।' একই কথা শোনা গেল যাদবপুরের নন্দিনী সাহা, পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের সুস্মিতা দাসের মুখে। একদিকে যখন নিঃসন্তান মহিলারা পুজো দিয়ে মানত করছেন, তখন এখানেই পুজো দিয়ে মা হয়ে ফিরে এসেছেন মহেশতলার সন্তোষপুরের কনক সাধুখাঁ। কনকের কোলে ফুটফুটে এক বছরের কন্যা সন্তান। এদিন কনক বলেন, 'আমি তো দীর্ঘ বছর মা হতে পারিনি। তাই এখানে রথের মেলায় এসে পুজো দিয়ে কলা খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মা হলাম। তাই আজ মেয়েকে নিয়ে মানত চুকাতে এলাম রথের মেলায়।'কিন্তু আজ টেস্ট টিউব বেবির যুগে শুধু মাত্র কলা খেলেই কি সত্যি সন্তানসম্ভবা হওয়া যায়? তাঁদের মত, 'বিজ্ঞান মানি। কিন্তু এ এক অলীক বিশ্বাস। যা কখনই উপেক্ষা করতে পারি না।'

তবে জনস্বাস্থ্য ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হিমাদ্রি পাল জানান, 'এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন সন্তান নেওয়ার জন্য অনেক রকম আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এসেছে। সেই সুযোগ নেওয়া উচিত এই সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাদের।' বর্তমানে জমিদার বাড়ির কেউ আর গ্রামে থাকেন না। ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে সেই জমিদার বাড়ি। কিন্তু রথের মেলা এখন সার্বজনীন হয়েছে। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক শঙ্কর বর্মন, অসীম বেরারা এখন উদ্যোগ নিয়ে এই রথের মেলা চালান। মেলা এখন এলাকা ও এলাকার বাইরের মানুষের কাছে সাড়া ফেলেছে। মেলা উপলক্ষে আগামী কয়েকদিন ধরে গ্রামে বসবে সুন্দরবনের লোক সংস্কৃতির আসর।

কর্মীদের কাছে ভুল স্বীকার

সাতগাছিয়ায় প্রার্থী বিতর্কের অবসান

কুনাল মালিক

সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সোনালী গুহই চতুর্থ বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস থেকে টিকিট পেতে চলেছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি কালীঘাট তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোনালী গুহর নাম ঘোষণা করেছিলেন। তারপর তার বিধানসভা এলাকায় সোনালী গুহর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার মারেন

দলেরই বিক্ষুব্ধ সমর্থকরা। অভিযোগ সোনালী এলাকায় আসেন না, কারও ফোন ধরেন না, মানুষের পাশ থেকে সরে গিয়েছেন। এমনকি আমতলায় স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে সভা ও মিছিল হয়। নোদাখালীতেও একটি সভা হয়। বিষ্ণুপুর-২ এবং বজবজ-২ নং ব্লকের দলের কয়েকজন জনপ্রতিনিধি সেই সভায় উপস্থিত হন। দলের মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সোনালী গুহ কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর এলাকায় জনসংযোগের নানা অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন। সোনালী গুহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার সর্বময় নেত্রী, তাঁর আদেশ পালন করা আমার ধর্ম। তিনি বলেন, এলাকায় যখন বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আমিই সর্বপ্রথম এলাকায় হাজির হই। স্থানীয় অনেক জনপ্রতিনিধি হাজির হতে পারেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেলে ২০৩০ মহিলা কনস্টেবল

২০৩০ জন মাধ্যমিক পাশ তরুণীকে কনস্টেবল পদে নিয়োগ করমে দক্ষিণ–মধ্য রেলওয়ে। নিয়োগ হবে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আর পি এফ) ও রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সে (আর পি এস এফ)। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 01/2016.

বাহিনী অনুসারে শূন্যপদ : আরপিএফ : মোট শূন্যপদ ১,৮২৭টি (সাধারণ ৮০৪, তফসিলি জাতি ২৬৪, তফসিলি উপজাতি ১৪৫, ওবিসি ৩১৪)। আর পিএসএফ : মোট শূন্যপদ ২০৩টি (সাধারণ ৯৫, তফসিলি জাতি ২৩, তফসিলি উপজাতি ৩৩, ওবিসি ৫২)। মোট শূন্যপদের মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল।

বয়স : ১–৭–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ প্রার্থীর জন্মতারিখ হতে হবে ২–৭–১৯৯১ থেকে ১–৭–১৯৯৬–এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং

প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭ সেমি। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে। প্রার্থীরা এনসিসি সার্টিফিকেট বা স্পোর্টস সার্টিফিকেট থাকলে (বোনাস নম্বর মিলবে)।

লিখিত পরীক্ষায় থাকবে (জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, এরিথমেটিক, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং। মোট সময়সীমা দেড় ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প ও হাই জাম্প।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.sci.indianrailways.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩০ জানুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা, যথা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের বাসিন্দা এবং নকশাল বা উগ্রপন্থী অধ্যুষিত জেলা, যথা –বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বীরভূমের বাসিন্দারা অফলাইনেও দরখাস্ত জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

সিআরপিএফে ১৩৩ সাব–ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগ

১৩৩ জন সাব–ইনস্পেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্টর নেবে সেন্ট্রাল রিজার্জ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। নিয়োগ হবে ক্রিপ্টো, টেকনিক্যাল ও ড্রাফটসম্যান শাখায়।

শূন্যপদের বিন্যাস : পোস্ট কোড বি–০৪: অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর (টেকনিক্যাল) : ১২১টি (সাধারণ ৫৪, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ১১, ওবিসি ২৯, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৬, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেক্ট্রনিক্স বা কম্পিউটারে তিন বছরের ডিপ্লোমা থাকতে হবে। অথবা বিএসসি ডিগ্রি। সেক্ষেত্রে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটারের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা

পোস্ট কোড বি–০৫ : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্টর (ড্রাফটসম্যান) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে সরকার স্বীকৃত পরিটেকনিক থেকে সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ড্রাফটসম্যান ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। বয়স : ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হবে।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা।

পোস্ট কোড এ–০২। সাব ইনস্পেক্টর (ক্রিপ্টো) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি–১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। অন্যতম বিষয় হিসেবে অঙ্ক ও ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা

পোস্ট কোড এ–০৩ : সাব–ইন্সপেক্টর (টেকনিক্যাল) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্সে বিই বা বিটেক। অথাব ইস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বা ইনস্টিটিউটশন অব ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার্স–এর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার।

বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

সবক্ষেত্রেই ২–৪–২০১৬ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসি–রা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক উচ্চতা :পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৭০ সেমি (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি), মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি, (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ সেমি, গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি)। বুকের ছাতি, শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি। (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। প্রার্থীর বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই ও সক্ষমতার পরীক্ষা, বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন, নথিপত্র যাচাই, লিখিত পরীক্ষা এবং মেডিকেল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। পশ্চিমঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র শিলিগুড়ি (কোড ৫০০)।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১.৬ কিমি দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার) ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৯ ফুট), ১.২ মিটার হাই জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩ ফুট)। এছাড়া শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে থাকবে ৪.৫ মিটার শট পাট।

লিখিত পরীক্ষা হবে দুটি পার্টে। সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে থাকবে প্রথম পার্টে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (৫০ নম্বর), জেনারেল নলেজ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস (৪০ নম্বর), ও জেনারেল ইংলিশ গ্রামার (১০ নম্বর)।

দ্বিতীয় পার্টে থাকবে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন (ফিজিক্স, অঙ্ক ও ঐচ্ছিক বিষয়) (১০০ নম্বর)। দুটি পার্টেরই সময়সীমা ২ ঘন্টা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে প্রথম পার্টে থাকবে অঙ্ক (১৫ নম্বর), বিজ্ঞান (১৫ নম্বর) ইংলিশ (১৫ নম্বর), জেনারেল নলেজ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস (১৫ নম্বর)। দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ৪০ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দুটি ওয়েবসাইটের যে–কোনও একটিও মাধ্যমে : www.crpfindia.com www.crpf.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্তের সময় জেপিজি ফরম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও কালো কালির সই (দুটিই ৪ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জামা দিতে পারেন। অথবা অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে।

এছাড়া ই–চালানের মাথ্যমে পোস্ট অফিস থেকে ফি জমা দেওয়া যাবে। যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ ফেব্রুয়ারি – ৪ মার্চ, ২০১৬

মেষ : শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ। সঞ্চয়ে বাধা।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

মিথুন : গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ফল ভাল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বুদ্ধির জোরে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। এবং আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট : মনের উচ্চ আশাগুলি একে একে পূরণ হবে। চাকুরীর স্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। বাধা মতই আসুক লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে । চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

সিংহ : অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। যাঁরা গান বাজনা নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ নয়। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন না। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কন্যা : প্রেম–প্রীতির দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের যোগ।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিল মিশ হবে। বেকারত্বের অবসান হবে। পিতার আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্নবান হউন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ভালভাবে করবে সমর্থ হবেন।

বৃশ্চিক : মনের মধ্যে সবসময় একটা অশান্তি ভোগ করবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। প্রত্যেকটি কাজ মন দিয়ে করার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। ধর্মের দিকে মন আকৃষ্ট হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

ধনু : শরীর আপনার ভাল যাবে না। খাওয়া–দাওয়ায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হবেন। গৃহে অশান্তি না হলেও শান্তিও থাকবে না। খুব বুদ্ধি করে ধৈর্য্য ধরে চললে কিছুটা শান্তি বজায় থাকবে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না।

মকর : দায়িত্ব কর্তব্যের কাজে আপনি পিছুপা হবেন না। আপনার ধৈর্য শক্তিকে প্রশংসা করতেই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কুম্ভ : বুদ্ধির ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় কান দেবেন না।

মীন : মাথা গরম না করে একটু ধৈর্য্য ধরে চলুন অবশ্যই উন্নতি হবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ৫৪৪

বিভিন্ন পদে ৫৪৪ জন নন–ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ি নেমে মধ্যপ্রদেশের ইতারসির ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স অ্যান্ড অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরিজ। এটি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। শূন্যপদের বিবরণ : নন–ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ি নিয়োগ হবে এই সমস্ত পদে (বন্ধনীতে শূন্যপদ)। স্টেনোগ্রাফার (২টি), সুপারভাইজর (২টি), লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (৯টি), স্টোরকিপার (২টি), সিভিল মোটর ড্রাইভার (৫টি), ফায়ারম্যান (৭টি), কুক (১০টি), ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার (২টি), দারোয়ান (২৪টি), মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (সুইপার) (৪টি), ওয়ার্ড সহায়ক (১টি), মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (১টি)। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ি নিয়োগ হবে এই সমস্ত পদে (বন্ধনীতে শূন্যপদ) বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট (১৬টি), কেমিক্যাল প্রোসেস ওয়ার্কার (২৩৮টি), কার্পেন্টার (৮টি), ফিটার জেনারেল (৩৪টি), ফিটার রেফিজারেশন (১৬টি), ফিটার অটো (৫টি), ফিটার বয়লার (৪টি), ফিটার ইলেক্ট্রিক (১০টি), ফিটার পাইপ (১০টি), ফিটার সলেক্ট্রনিক্স (১৫টি), ম্যাসন (১০টি), রিগার (১০টি), এক্সামিনার (৩৫টি), অপারেটর মেটিরিয়াল হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট (২০টি), শিট মেটাল ওয়ার্কার (১টি), মিলরাইট (৮টি), মেশিনিস্ট (৪টি), টার্নার (৩০টি), মিলার (১টি), ওয়েল্ডার (১০টি)। নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স : মাল্টি টাস্কিং স্টাফের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, স্টেনোগ্রাফার, সুপারভাইজার, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, স্টোরকিপার, ফায়ারম্যান, ওয়ার্ড সহায়ক ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, দারোয়ান পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি সবকটি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে http://i-register.org/ofioreg/index.php অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৪ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত।

কাকদ্বীপে সর্বপ্রথম সর্ববৃহৎ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কাকদ্বীপ

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়
Phone
9732588327

100% Job News

সরকারী ডিপ্লোমাটি Employment exchange–এ নথিভুক্ত করুন। Graduation–এর আগেই সরকারী 'Computer Diploma' প্রাপ্ত হয়ে যাও।

ভর্ত্তি চলিতেছে

Job Oriented Carrier Course: IT, Multimedia, F.A., Auto Cad, Hardware, Networking & Web Designing

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO: 12/BPS OF 2015–2016
MEMO NO: 79/BPS dt. 11.02.2016

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced contractors and registered co–operative societies for construction OF 18(Eighteen) Number of 'ACR' work under Baruipur Panchayat Samity.

A) Date and time of issuing tender paper :	23/02/2016 between 11.00AM to 3.00 PM
B) Last Date and time for receiving of tender form :	26/02/2016 within 02.00PM
C) Last Date and time of Opening of tender form:	26/02/2016 at 03.00PM

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

EXECUTIVE OFFICER
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

যুবতীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার পূর্ব রেলওয়ে লিলুয়ার ওয়ার্কশপে আসা সারাইয়ের জন্যে একটি ট্রেনের কামরায় অর্ধনগ্ন যুবতীর অচৈতন্য দেহ পড়ে থাকতে দেখে রেলওয়ে কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রেল সারাইয়ের কাজে আসা রেলকর্মীটি প্রথমে বিষয়টি দেখেন। পরে তারা রেল পুলিশকে বিষয়টি জানালে প্রথমে লিলুয়া হাসপাতালে পরে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। কি করে তিনি রেলের কামরায় এল? কি তার নাম? পুলিশের কোনও প্রশ্নের উত্তরই যুবতী দিতেপারে নি। এলাকাবাসীদের বক্তব্য অত্যন্ত নির্জন এলাকায় ট্রেনের কামরায় পড়ে থাকা যুবতীটির ওপর অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, মেয়েটি এখন কোনও কিছুই মনে করতে পারছে না। পুলিশ অবশ্য তদন্ত শুরু করেছে।

ট্রেনে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বৃহস্পতিবার হাওড়া–ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেনের একদম সামনের একটি কামরার নিচে কালো ধোঁয়া সহ আগুন দেখতে পাওয়ায় বালি স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে জানা যায়। আপ সাতটা চল্লিশ মিনিটের হাওড়া –ব্যান্ডেল লোকালটি হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করে, লিলুয়া–বেলুড় ছাড়িয়ে বালিতে ঢোকার সময় বালি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা ভয়ানক একটি পোড়া গন্ধ টের পান। ট্রেন ততক্ষণে বালিতে দাঁড়িয়েও পড়ে। হঠাৎ করে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা দুনম্বর প্লাটফর্মে লক্ষ্য করেন ট্রেনের একদম সামনের দিকে অর্থাৎ চালকের কামরার নিচ থেকে আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন। প্রথমদিকে চালক কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু গার্ড স্বপন দাস পোড়া গন্ধ এবং যাত্রীদের চিৎকার শুনে বুঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে চলে ফের কেবিনের সামনে চলে আসেন ব্যাপারটা কি তা অনুমান করার জন্যে। তিনি দেখেন চালকের কেবিনের নিচে ব্যাটারি বক্স থেকে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে সঙ্গে আগুনের ঝলকানি সহকারে। ট্রেনের ভিতরকার যাত্রী এবং প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের সম্মেলিত চিৎকারে রেল পুলিশ এবং বালি প্লাটফর্মের হকাররা ততক্ষণে বালতি বালতি জল ঢেলে ট্রেনের কামরার নিচের আগুন নিভিয়ে ফেলেন। ঘটনাটি ঘটে রাত আটটার সময় বালি স্টেশনে ট্রেনটি ঢুকবার সময়। দমকলে খবর দিলে দমকল আসার আগেই অবশ্য হকার এবং রেলপুলিশ আগুন নিভিয়ে ফেলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া যায়।

সাপের কামড়ে মৃত্যু ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় মঙ্গল নস্কর (৪৮) নামে এক কৃষকের। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার চাঁদখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁদখালি গ্রামের বাসিন্দা কৃষক মঙ্গল নস্কর এদিন বিকালে মাঠে ধান চাষের কাজ করছিল। কাজ করার সময় মাঠে থাকা একটি কেউটে সাপ মঙ্গলকে দংশন করে। মঙ্গলকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সন্ধ্যায় চিকিৎসকরা মঙ্গল নস্করকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবী জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত শনিবার রাতে বাঘের আক্রমণে জখম হয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অমিত রায় নামে এক মৎস্যজীবী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালি কোস্টাল থানার হেড়োভাঙ্গা জঙ্গল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ঝড়খালি ৪ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী অমিত সহ আরও ২ জন একটি নৌকা করে গত ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে কাঁকড়া ধরতে যায় মাতলা নদীতে । হঠাৎই জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৎস্যজীবী অমিতের উপর। বাকি মৎস্যজীবীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে লাঠি সোটা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে বাঘটি ভয় পেয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। বাকি মৎস্যজীবীরা জখম মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে নৌকায় করে নিয়ে এসে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার বলেন বিষয়টি নিয়ে বনদফতরে জানানো হবে। মাতলা রেঞ্জ বন বিভাগ এমন ধরনের অভিযোগ কথা জানে না বলে জানিয়েছে।

বারাসত জিআরপির উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্নে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পুলিশের ভূমিকা ও কর্তব্যে গাফিলতি নিয়ে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নয়, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মধ্যেও বিতর্ক এক চিরন্তন বিষয়। তবুও অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে সমস্ত বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে গিয়েছে পুলিশের ইতিবাচক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই বিতর্কের মধ্যেও পুলিশ নামক এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসনিক সম্প্রদায় কর্তব্যে অবিচল থেকে নিজেদের কাজ করে গিয়েছে এমন নজিরও আছে বহু।

সম্প্রতি এরকমই এক প্রশংসনীয় ভূমিকা দেখা গেল উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত জিআরপির পক্ষ থেকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বারাসত জিআরপির পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে। এই দুই পরীক্ষার্থীদের একটা বড় অংশই ট্রেনপথে যাতায়াত করে। এদিকে গোটা রাজ্য জুড়ে জঙ্গি হামলার সতর্কতা বিষয়ক খবর সর্বত্রই একটা আতঙ্কের জাল বিস্তার করেছে। এই সঙ্গে রয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক কিডন্যাপ, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির ঘটনাও। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরাও রীতিমত চিন্তিত। বারাসত জিআরপির পক্ষ থেকে ওসি দীপক পাইক নিজে একটি বিশেষ টিম নিয়ে ছাত্রছাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করনের জন্য এই দুটি পরীক্ষার দিনগুলিতে আপ ও ডাউন ট্রেনে অভিযান চালান। এমনকি যাতায়াতের সময় ট্রেনের কামরায় ছাত্রীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা এ বিষয়েও তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, বলে জিআরপি সূত্রে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের বনগাঁ ও হাসনাবাদ শাখা দুটির সংযোগকারী স্টেশন হল বারাসত জংশন। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই দুটি শাখায় সংযোগকারী স্টেশন হিসেবে বারাসত জংশন রেল স্টেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের ২৫মে যাদবপুর স্টেশনের জিআরপি ওসি পদ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বারাসত জিআরপি ওসি হয়ে আসেন দীপকবাবু। মোট ৬২ কিলোমিটার এই এলাকার অধীনে রয়েছে ২৬টি রেল স্টেশন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান তাঁর সহ পুলিশকর্মীরা ছাড়াও তাকে এ ব্যাপারে সিভিক ভলেন্টিয়াররাও যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন। জানান, মূল কাজ হল ট্রেন গার্ড ডিউটি, অ্যান্টি ক্রাইম ডিউটি ও পেট্রোলিং। প্লাটফর্ম ও ট্রাফিক ডিউটি ছাড়াও সিভিক ভলেন্টিয়াররা কোনও ট্রেনযাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে পরিষেবা দানেও এগিয়ে আসেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে দীপকবাবুর মতে 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর'। তিনি জানান, পরিস্থিতির তদারকিতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষও সব সময় তার পাশে আছেন।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বারাসত জিআরপির ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট অভিভাবকেরা।

সংখ্যালঘুদের পাশে বিধায়ক সমীর জানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাথরপ্রতিমার মহেন্দ্রপুরে একটি মাদ্রাসা ঘুরে দেখলেন বিধায়ক সমীর জানা। এদিন মাদ্রাসার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে ও ছেলেদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা শুনলেন। উত্তর মহেন্দ্রপুর পার্বতীপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসার চারিদিকে একটি প্রাচীর বিধায়ক তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে দেন। প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকায় ব্যয় করে এই প্রাচীর তৈরি হবে।

এদিন বিধায়ক সমীর জানা প্রথম ইঁট গেঁথে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে ওই মাদ্রাসায় প্রায় ৭০ জন পড়াশুনা করে, বহু দূরদূরান্তের ছাত্ররা এখানে থাকে ও বিনামূল্যে খাওয়া দাওয়া দেওয়া হয়। শিমুলবেড়িয়া, মিলন মোড় বিভিন্ন জায়গার ছেলেরা এখানে থেকে পড়াশুনা করে। সমীরবাবু মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষর সঙ্গে কথা বলেন জানান যে আগামী দিনগুলিতে তিনি সংখ্যালঘু ভাইদের পাশে আছেন। পড়াশুনার যাতে কোনওপ্রকার অসুবিধা না হয় সেদিকেও বিশেষ নজর রাখবেন বিধায়ক।

এদিন বিধায়ক এর পাশাপাশি একটি প্রায় এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তারও উদ্বোধন করেন তিনি। পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলের অর্থে মাষ্টার মোড় থেকে নদী বাঁধ পর্যন্ত এই ঢালাই রাস্তা তৈরি হবে বলে জানান বিধায়ক। ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়।

বজবজে ফের চলল বিবেকানন্দ স্পেশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ বছরের মাথায় সময়সূচি সামান্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হন বজবজ স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রশাসনের অনুরোধ মেনে সকাল ১০টার পরিবর্তে বিকাল ২:৩২–এর গ্যালপিং ট্রেনের সুসজ্জিত কামরায় স্বামীজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি

তুলে দিলেন স্মারক কমিটির কর্মকর্তারা। আলমপুর মঠের মহারাজরা সঙ্গি হয়ে চললেন। তার আগে এই বিশেষ ট্রেনটি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। প্রতিবছর ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ স্বামীজি স্মারক কমিটি এই অনুষ্ঠান করে আসছে। ১১৯ বছর আগে স্বামীজি মোম্বাসা জাহাজ থেকে প্রথম বজবজের মাটি স্পর্শ করেছিলেন। তারপর বজবজ থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেনে চেপে তিনি কলকাতার আলমবাজার মঠে গিয়েছিলেন। বিশ্বজয় করে ফেরার পথে বজবজে যে নেমে ছিলেন এ সত্য আমাদের কাছে অজানা ছিল। ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ মহাশয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় তথ্য প্রমাণসহ ইতিহাসের ভুলে যাওয়া এই সত্যকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বোঝাতে সমর্থ হন। এবং তারপর ১৯৮৬ সাল থেকে এই প্রতীকী অনুষ্ঠান হয়ে আসছে।

১৮৯৭ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারির সকালে বিশ্বজয়ী বীর সন্ন্যাসী নীরবে সমার অলক্ষ্যে চলে গিয়েছিলেন। বজবজবাসী কিছুই জানত না। এ বড় লজ্জার বজবজবাসীর কাছে সেদিনে অজ্ঞতার ঋণ শোধের প্রচেষ্টায় এই প্রতীকী আয়োজন এই কথা স্টেশনের ছোট মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিংবদন্তী পুরুষ নবতিপর অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীগণেশ ঘোষ মহাশয়। রণিতা ঘোষের স্বামীজির উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বজবজ পুরসভার উপ–চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এবং কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ডাঃ স্বপন কুমার ঘোষ ও আলমপুর মঠের মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বচ্চন সিংধারল (সম্পাদক কামাগাটামারু ট্রাস্ট) মদনমোহন লাহা উদ্যোগপতি, দিলীপ রায় (ক্রীড়া সংগঠক সহসভাপতি জেল) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এমন ঐতিহাসিক গৌরবময় স্মরণ অনুষ্ঠানে আশানুরূপ জনসমাগম না হওয়ার আক্ষেপ শোনা গেল কারও কারও কথায়।

ক্যানিং–এ স্বনির্ভর ভবনের দাবী

বিশ্বজিৎপাল, ক্যানিং: সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বন্ধুমহল প্রাঙ্গনে দিঘিরপাড় সুবর্ণ মহিলা সংঘের পঞ্চম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকা ঝর্ণা মণ্ডল, সভাপতি সোনালী চক্রবর্তী, দিঘিরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শেফালী রায় প্রমুখ। বিধায়ক বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে আনন্দধারা প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্প সুদে সরকারি ঋণ দিচ্ছে। ফলে মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারছে। পাশাপাশি যুব কল্যাণ থেকে শিক্ষা, পূর্ত থেকে সমাজ ও নারী কল্যাণ, সব দিকে রাজ্য জুড়ে কাজ চলছে। এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে চালু হয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। যা মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে পড়াশুনা করতে উৎসাহ দেওয়া। যা সারা দেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে।

বিধায়ক শ্যামলবাবু আরও বলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে এই বিধানসভা কেন্দ্রে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভবনের দাবি জানিয়েছে। যাতে এই ক্যানিং–১ ব্লকে নব নির্মিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভবন তৈরি হয় সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাবো। সুবর্ণ মহিলা সংঘের সম্পাদিকা ঝর্ণা মণ্ডল বলেন, এই ব্লকে হাজার হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আছেন। অথচ এখানে মিটিং সভা প্রমুখ বিষয়ে প্রোগ্রাম করার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভবন নেই। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় মহিলাদের। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছ থেকে এবিষয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বিধায়কের কাছে। এমনকী এই ব্লকের মহিলারা যাতে আরও বেশি করে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এদিন ১০টি অঞ্চলের কয়েক হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।

চাঁপদানিতে অস্ত্রকারখানার হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ভদ্রেশ্বর থানার চাঁপদানি নুনিয়াপট্টিতে বড়সড় এক অস্ত্র কারখানার হদিস পেল হুগলি জেলা পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। ভোররাতে হানা দিয়ে ওই বাড়ি থেকে গিরীশ সিং নামে এক অস্ত্র কারিগরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্ত অঙ্কিত দুবে ও টিঙ্কু নামে আরও দুই ব্যক্তি পলাতক।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মালিরাম আগরওয়াল নামে এক ব্যাক্তির একতলা টালির বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিগত ছয়মাস ধরে বাস করত অঙ্কিত দুবে। কি তার পরিচয়। কি

কাজ সে করত সে বিষয়ে কেউ কিছুই জানত না।

অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে অর্ধনির্মিত ৩টি অত্যাধুনিক পিস্তল, ১৭ টা দেশি বন্দুক, ২৭ টা ১নলা বন্দুক, স্প্রিং, ট্রিগার, লেদ মেশিন, সহ প্রচুর বন্দুক ও বন্দুক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ।

ধৃত গিরীশ সিং কে বৃহস্পতিবার চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মহানগরে

আগামী দু'বছরে কলকাতার ১০০ শতাংশ জায়গায় জল পৌঁছবে

বরুণ মণ্ডল

'অল্প সময়ের মধ্যেই কলকাতা মহানগরের জল থেকে জলোচ্ছ্বাসে পৌঁছে দেবে কলকাতা পুরসভা' বক্তব্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হ্যাঁ, কলকাতা পুরসভা সে পথেই হেঁটে যে চলেছে কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কথা ও কাজে তা প্রকাশ পায়। কলকাতার ১০০ শতাংশ জায়গায় পরিশ্রুত পানীয় জল আগামী দু'থেকে আড়াই বছরের মধ্যে পৌঁছে যাবে জানিয়ে মহানাগরিক গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্ণশ্রী স্থিত নিজ ওয়ার্ড ১৩১–এ বেহালা ফ্লাইং ক্লাব সংলগ্ন ২৮৫ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'মহানাগরিক বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিভি) ও কেএমসি–র যৌথ উদ্যোগে ৫২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন 'ডেডিকেটেড প্ল্যান্টে'র নির্মাণ কাজ শুরুর পর্যায়ে। 'ডিটেলস্ প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) তৈরি হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়ে যাবে। এই জল নয়া ১৬ নম্বর বরোর সাতটি ওয়ার্ডে (ওয়ার্ড নম্বর :১২২–১২৫ ও ১৪২–১৪৪)। সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের কমবেশি যা সংখ্যা রয়েছে সেটাও মিটে যাবে।

এদিনের দ্বারোদঘাটিত বেহালা ফ্লাইং ক্লাব বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের নির্মানের কাজে সময় লেগেছে মাত্র ৬০ দিন। ব্যয় হয়েছে ৫১ লক্ষ টাকা। ২০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ছ'টি সাব–মার্সিবল মোটর সেট প্রয়োজন মতো চালু থাকবে এখানে। পুর জল সরবরাহ দফতরের ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল

ডিউটি) মৈনাক মুখোপাধ্যায় জানান, এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন আজ থেকে চালু হবে। আগামী কাল থেকে বেহালা ফ্লাইং ক্লাব ও আশপাশের এলাকায় থাকা চারটির মধ্যে তিনটি ১৫০০ ফুটের 'বিগ ডায়ার টিউবওয়েল' বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে এখানে সরাসরি আসবে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের পরিশ্রুত পানীয় জল। এয়ারপোর্ট রোড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের মাঠ লাগোয়া এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে জল যাবে স্থানীয় কালীমাতা কলোনি, বঙ্গশ্রীপল্লি, খেঁজুরবাগান, এয়ারপোর্ট রোডের হাইরাইজ এলাকার পুরোটা এবং অন্যান্য কিছু এলাকায়। স্থানীয় বেহালাল পশ্চিমের দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরের বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার শেষ পাঁচ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলতে গিয়ে বলেন, পর্ণশ্রীর বিবেকানন্দ যক্ষ্মা হাসপাতালের অতিরিক্ত জমিতে প্রথম দফায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যন্ত উন্নতমানের একটি পলিটেকনিক কলেজ তৈরি হচ্ছে। ডিপিআর টেন্ডার প্রক্রিয়া সমস্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ১২৭ ওয়ার্ডের সরসুনা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অতিরিক্ত জমিতে বিএড কলেজ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

তবে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া 'সরকারি জেনারেল ডিগ্রি কলেজ' কেবল জায়গার অভাবে নির্মাণ করা যাচ্ছে না। অন্যত্র কোথাও নির্মাণের জন্য জায়গা খোঁজার কাজ চলছে। এবং বেহালায় একটি আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে। বড়িশার অক্সফোর্ড মিশনের পরিচালনায় যে আইআইটি কেন্দ্রটি রয়েছে, সেটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে রয়েছে। সেটি রাজ্য ও মিশনের যৌথ পরিচালনায় আবার চালু করা যায় কি না সেটার প্রচেষ্টা চলছে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘির বিধায়িকা তথা অতীত দিনের অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, পুর প্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র, সুদীপ পোল্লে, ডিরেক্টর জেনারেল (জল সরবরাহ) বিভাস মাইতি অন্যান্য পুর আধিকারিক প্রমুখ। **ছবি: সোম তাপস**

২৯ লক্ষ কলকাতাবাসীর খাদ্য সুরক্ষায় প্রশ্ন চিহ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহু রাজ্যবাসীর নাম রাজ্যের নয়া রেশন কার্ডের তালিকা থেকে বাদ পড়ায় পুরনো রেশন কার্ডেই রেশন দোকান থেকে খাদ্যশস্য মিলবে বলে ঘোষণা করেছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণা অনুযায়ী, সরকারি নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের খাদ্য দফতর। ফলে পুরনো কার্ডেই চাল, গম দেওয়ার কাজ চালু হয়েছে। এদিকে রাজ্যে ন'কোটি রাজবাসীর মধ্যে পুরনো ব্যবস্থায় রাজ্যের প্রায় ছ'কোটি রাজ্যবাসীর নাম এপিএল (পভার্টি লাইন) তালিকায় রয়েছে। আর প্রায় তিন কোটি রাজ্যবাসীর নাম 'বিলো পভার্টি লাইন' (বিপিএল) এবং 'অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা'র (এএওয়াই) তালিকায় রয়েছে।

আবার এদিকে 'কেন্দ্রের খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প' চালুর পর রাজ্যের ছ'কোটি এক লক্ষ রাজ্যবাসী ওই প্রকল্পের আওতায় আসে। এছাড়া রাজ্য সরকার আরও এককোটি রাজ্যবাসীকে 'রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–১' (আরকেএসওয়াই–ওয়ান) এবং ৪৯ লক্ষ রাজ্যবাসীকে 'রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–২'–এর (আরকেএসওয়াই–টু) আওতায় এনেছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল প্যাকেজে রাজ্য সরকার আরও প্রায় ৫০ লক্ষ রাজ্যবাসীকে (মাথাপিছু) দু'টাকা কেজি দরে চাল ও গম আর সাড়ে তিনটাকা কেজি দরে আটা সরবরাহ করছে। প্রসঙ্গত, আর 'কেএসওয়াই–ওয়ান'এর আওতায় যাঁরাএসেছেন তাঁদের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার কম হলেও 'আরকেএসওয়াই–টু'এর আওতায় যাঁরা এসেছেন তাঁরা উচ্চ আয়ের পরিবার। তাঁদেরকে রাজ্য ১৩ টাকা কেজি দরে মাসে এক কেজি চাল এবং সাড়ে ১০ টাকা কেজি দরে মাসে এককেজি আটা বা ন'টাকা কেজি দরে মাসে এক কেজি গম সরবরাহ করছে। তাঁরা মূলত রেশন কার্ড টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে কলকাতা পুর এলাকার ১৬ লক্ষ ২৩ হাজার নগরবাসী 'ন্যাশনাল ফুড সেফটি অ্যাক্ট' (এনএফএসএ) ও 'রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–১ ও ২'এর আওতায় এসেছেন। কিন্তু ২০১১–এর জনগণনার হিসাবে কলকাতার জনসংখ্যা ৪৫,৬৭,৫৩৫ জন। কলকাতায় রাজ্য সরকারের এই খাদ্যসাথী প্রকল্পের 'নোডাল এজেন্সি' কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা কলকাতা মহানগরীতে মাথাপিছু ডিজিটাল রেশন কার্ড বিলিবন্টনের দায়িত্বে আছে। এদিকে কলকাতায় 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে' এএওয়াই–এর আওতায় এসেছে ১,২৯,৬০০ জন, বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার'–এর এসপিএইচএইচ–এর আওতায় এসেছে ৭,১৮,৭০০ জন এবং কেবল 'অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার'–পিএইচএইচএর আওতায় এসেছে ৪,৮১,০০০ জন। অতএব 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে'র আওতায় আসা মোট কলকাতাবাসী ১৩,২৯,৩০০ জন। আর রাজ্যের 'রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–ওয়ান'–এর আওতায় এসেছে ৪৬,৮০০ জন এবং 'রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–টু'এর আওতায় এসেছেন ২,৪৭,০০০ জন। অতএব রাজ্যের দু'টি যোজনায় মোট কলকাতাবাসী ২,৯৩,৮০০ জন।

অতএব, জাতীয় ও রাজ্য একত্র করে খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আসা মোট কলকাতাবাসী ১৬,২৩,১০০ জন। সে সমস্ত দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে কলকাতা পুরসভার বিরোধী পুরপ্রতিনিধিদের বক্তব্য খাদ্য সুরক্ষা থেকে বাদ পড়া মোট কলকাতাবাসী ২৯,৪৪,৪৩৫ জন। এই প্রবণতা একদিকে যেমন সরকার এবং শাসক দলের স্বস্তির কারণ, অন্যদিকে তা মাথাব্যাথারও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, পুরসভা গুটি কয়েক বিরোধীদের দ্বারা রাজ্যের এতো বড়ো খাদ্যসাথী প্রকল্পকে পিছন থেকে ছুরি মারতে দেবো না। আমরা যারপরনাই প্রচেষ্টা চালিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করবই।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২৭ ফেব্রুয়ারি – ৪ মার্চ, ২০১৬

ভারতে দেশদ্রোহীদের কোনও ঠাঁই নেই

ভারতবর্ষের মাটিতে দেশদ্রোহীদের ঠাঁই নেই। সম্প্রতি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দলের অন্যতম নেতা রাহুল গান্ধি এবং এ রাজ্যের বামমার্গী নেতারা হঠাৎই একদল ছাত্রের দেশবিরোধী অপরিণত মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে পথে নেমেছিলেন যা খুব বিস্ময়কর। পরিণত রাজনীতিকরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ব্রিটিশরা ভারতকে ''ইন্ডিয়া'' বানিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উসকে দিয়ে গিয়েছেন। জাতি–বর্ণ–ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষ আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি। যখন স্বাধীনতার পর জাতীয়তাবাদী দলগুলি ক্ষমতার অলিন্দে ঠিক সেই সময় কিছু বিজাতীয় ভাবনাচিন্তার অগভীর আন্দোলনের শরিক হয়ে পড়েছেন কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক দল। ভোট রাজনীতির সূক্ষ্ম লাভক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে দেশের অখন্ডতা, দেশের সনাতন ঐতিহ্য সর্বোপরি গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার চক্রান্তে দেশে বিদেশে যে শক্তিগুলি কাজ করছে তাদের দিকে আশ্রয় খুঁজছেন কিছু রাজনীতি সর্বস্ব ব্যক্তি।

দেশের মধ্যে বঞ্চনা, দারিদ্র্যতা, অশিক্ষা, অসাম্য এসবের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আন্দোলন হতে পারে, হতে পারে সুস্থ গঠনমূলক সমালোচনা কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থে লালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কখনই কিছু দেশবিরোধী শক্তির ঘাঁটি বানানোকে সমর্থন করা যায় না। সম্প্রতি জওহরলাল নেহেরুর নামাঙ্কিত দিল্লির ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষক ও ছাত্র ভারতবিরোধী কার্যকলাপের লিপ্ত হয়। ঠিক যেমনটা কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্ঠিমেয় একদল ছাত্র–ছাত্রী এবং কিছু শিক্ষক এই ধরনের কার্যকলাপের আন্দোলন শুরু করে। দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষতি হতে পারে এমন কার্যকলাপকে কখনই কোনও সুস্থ সমাজ সমর্থন করতে পারেনা। যে দেশে উগ্রপন্থা দমন করতে গুরুদ্বার, মসজিদ কিংবা মন্দিরে সেনাবাহিনী প্রবেশ করতে পারে সে দেশে কেন কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ পুলিশ প্রবেশ করতে পারবে না? কোনও কোনও সুবিধাবাদী রাজনীতিক, সাংসদ বিচ্ছিন্নতাকামী ছাত্র আন্দোলনকে মদত করতে তৎপর।

দেশ আগে। রাজনীতিকরা এই সত্যটি যত তাড়াতাড়ি তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে, তাদের চিন্তা চেতনায় স্মরণ ও মনন করতে পারবেন ততই দেশের কল্যাণ। রাজনীতির ক্ষুদ্র স্বার্থে দেশের অখন্ডতা এবং গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার যে কোনও প্রয়াস যে কোনও শাসকদলেরই কর্তব্য। দেশ বিরোধী কার্যকলাপ কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে লালনপালন করা সমর্থনযোগ্য নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় ছাত্রদের দিশাহীন ভ্রান্ত আন্দোলন ছাত্ররাজনীতির কলঙ্ক। বিশেষ করে তাদের ''হোক চুম্বন'' আন্দোলন বঙ্গ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সৌখিন বিপ্লব প্রকৃত বিপ্লবী চিন্তা চেতনাকে বিপন্ন করে তোলে। একদা ব্রিটিশ প্রভাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপরীতে অবস্থানকারী জাতীয়তাবাদী শিক্ষা বিপ্লব গড়ে তুলেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ ৭০ বছর দেশপ্রেমহীন, রাজনীতির স্তাবক শিক্ষানীতি এবং কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শিক্ষকপদে নিয়োগ আজ বিষবৃক্ষের চেহারা নিয়েছে দিল্লির নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের মতন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আজ ভাববার সময় এসেছে ভারতের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ভারতীয়ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার। ভারতের চিন্তা চেতনা দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্রদের সঠিকভাবে অবহিত করা প্রয়োজন। নইলে কারণে অকারণে দেশবিরোধী হঠকারি আন্দোলন দেশের ঐতিহ্য যেমন নষ্ট করবে তেমনি বৈদেশিক বিরুদ্ধ শক্তিকে উৎসাহিত করবে।

অমৃত কথা

একটা সর্বাঙ্গে ঘায়ে ভরা ঘেয়ো কুকুর অন্য একটা কুক্কুরীর পশ্চাৎ শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছিল সে আঘাত করছে, তবুও পেছন ছাড়ে না দেখে পরমহংসদেব বলেছিলেন, সংসারী লোকের অবস্থাও ঠিক ওইরকম। শত শত যন্ত্রণা, দুঃখ, শোক, মনস্তাপের মধ্যে পড়ে, তবুও আসক্তি কমে না।

সে অহঙ্কার ––অহঙ্কার নয়, যে অহঙ্কারে আত্মা স্বরূপ প্রকাশ পায়, সে বিনয়–বিনয় নয়, সে বিনয়ে আত্মাকে হীন করে।

কোনও ভক্তের অসুখের সময় তিনি বলেছিলেন, 'তুমি বসরাই গোলাপ, তাই মা তোমার গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছেন।'

কোনও ভক্তের মৃত্যুতে তিনি বলেছিলেন, ফুলটা ভালোভাবে না ফুটতেই বাগানের মালিক তাকে ছিঁড়ে নেয়।

এক ফকির বনে একটা কুটীর তৈরি করে তাতে থাকত। ফকিরটির কাছে অনেকেই আসে, তাঁর অতিথি সৎকার করতে ইচ্ছা হল। অতিথি সৎকার করতে হলেই টাকার দরকার। কি করেন, তখন আকবর শা দিল্লীর বাদশা। সাধু ফকিরের তাঁর কাছে অবারিত দ্বার। তাঁর কাছে একবার যাই বলে ফকির সরাসরি আকবর শার কাছে উপস্থিত হলেন। আকবর শা তখন নামাজ পড়ছিলেন, ফকির গিয়ে দাঁড়ালেন, শুনলেন আকবর শা নামাজের শেষে বলছেন হে আল্লা ধন দাও, দৌলত দাও, এই না শুনে ফকিরটি কিছু না বলে চলে আসছেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে আকবর শা ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। নামাজ শেষ করে বাদশা ফকিরটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এলেন, কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন কেন?' ফকিরটি বললেন, আমার কুটীরে অনেক অতিথি আসে, তাদের খাওয়াবার জন্য বাদশার কাছে কিছু টাকা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম। আকবর শা জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে চলে যাচ্ছেন কেন?' ফকির বললেন, 'যখন শুনলাম তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী, তখন ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে কি হবে? খোদার কাছেই চাইবো ভেবে চলে যাচ্ছিলাম।'

'মাগনেসে ছোটা হোযাতা।' স্বয়ং ভগবান যখন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে বামনরূপ ধারণ করতে হয়েছিল। অতএব অন্যের কাছে কোনও কিছু চাইতে গেলে ছোট হতে হয়।

অরণ্যের মধ্যে বানরেরা শীতকালে কুঁচ জড়ো করে তার চতুর্দ্দিকে বসে আগুন পোয়ায়। কুঁচের লাল রঙকে তারা আগুনের উত্তাপ মনে করে এবং তার উত্তাপে উত্তপ্ত হবার আশা করে, কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় না। সংসারী মানুষও সেইরকম অসার ধন, মান বিষয়াদি সংগ্রহ করে সুখের আশা করে। কিন্তু তাদের কোনও সুখ দিতে পারে না।

কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন। এই দুটির আসক্তি মানুষকে ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। আবারএমনি মজা–মানুষের যে পতন হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারে না। কেল্লার গড়ানো রাস্তা দিয়ে ঢোকবার সময় বুঝতে পারা যায় না যে, কত নীচে যাচ্ছি।

ভোট জিতলেই কি ''কিল'' মারার অধিকার পাওয়া যায়? আমরা তবে আছি কেন?

নির্মল গোস্বামী

জেএনইউ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে দেশের মিডিয়ায় যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে তা দেখেশুনে মনে হল বিজেপি সরকারের ভাগ্য ভাল। কারণ এমন একটি ইস্যু হাতে এল যাতে বিজেপি সরকার অসহিষ্ণু এই বদনামটা ঘুচল। আমার এই লেখা পড়ে অনেকেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করবেন যে একি আপনি উল্টো পুরান গাইছেন যে। কানহাইয়া কুমারের গ্রেপ্তার তো অসহিষ্ণুতার চরম নিদর্শন। হ্যাঁ ঠিকই কথা। আবার সহিষ্ণুতার চরম নিদর্শনও এই কদিনে আমার চোখে অন্তত পড়ল। আর কারও চোখে পড়েছে কিনা জানি না। গত ১৬–১–২০১৬ তারিখে একটা ১ম শ্রেণির দৈনিকের পোস্ট এডিটোরিয়ালে এক নাম করা প্রবন্ধকার লিখেছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা উচিত কারণ তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন। যিনি যে পরিপ্রেক্ষিতেই এই কথা লিখুক না কেন, তিনি নিজেকে যতবড় পণ্ডিত মনে করুন না কেন, আসলে তিনি বড় মূর্খ। কারণ তিনি এটাও জানেন না যে পাকিস্তানের সঙ্গে গলাগলি করবেন না যুদ্ধ করবেন সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর নিজের মতো করে নিতে পারবেন এই অধিকার ভারতের সংবিধান তাঁকে দিয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী। এই পণ্ডিত লেখকের আইনত সে অধিকার নেই। এমনকি ভারতের পার্লামেন্টের বিরোধী কোনও দল বা নেতারও সে অধিকার নেই। প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা উচিত এটা যে কত বড় বেআইনি ধৃষ্টতা এবং সরকার তার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কত বড় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে তা যারা প্রতিনিয়ত মোদির আদ্যশ্রাদ্ধ করে যারা সরকারি খেতাব ফেরত দিয়ে গণতন্ত্রী সাজার হিড়িকে ভিড়েছে তারা এই দুটোর কোনটাই দেখতে পায় না।

আবার গত ১৭–২–২০১৬ তারিখে একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে বসে যাদবপুরে পড়ুয়া একটা মেয়ে তাদের আন্দোলনের সমর্থনে বলতে গিয়ে বলল যে আমরা যদি দেশদ্রোহী হই তবে মোদি তার থেকেও বেশি দেশদ্রোহী কারণ তিনি গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানুষ খুনের নায়ক। কোনও রাজনৈতিক দলের বক্তৃতা মঞ্চ থেকে অন্য দলের নেতাদের সম্পর্কে যা ইচ্ছা খুশি বলা যায়। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের বক্তৃতায় মোদির কোমরে দড়ি পড়াবার কথা বলে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর গৃহীত নীতির সমালোচনা যে কেউ করতে পারে তাও অধিকার ভেদ থাকা সমীচীন। কিন্তু তা বলে তিনি খুনী। তিনি দাঙ্গাকারী। টিভি চ্যানেলে বসে এই কথা বলা এবং চ্যানেল তা আনকাট সম্প্রচার করছে এবং দেশের সরকার এর কোনও প্রতিবাদ করছে না। এটা একটা মস্তবড় গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার এবং আমরা তাকে দুমড়ে মুচড়ে ভোগ করছি। অথচ অসহিষ্ণু বলে গলা ফাটাচ্ছি। এই দ্বিচারিতার সংস্কৃতিতে আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি এটাই ভয়ের। যারা আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কালিমা লিপ্ত করতে চাইছেন সেই সব তরুণ চপলমতী ছাত্র সমাজের জ্ঞাতার্থে বলি যে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ''গোধরা কাণ্ড যে আর এসএস এর দ্বারা পরিকল্পিত ঘটনা তা প্রমাণ করার জন্য দুবার তদন্ত কমিশন গঠন করতে গোধরা কান্ড পরিকল্পিত তা প্রমাণ করতে পারেনি। আবার দাঙ্গার পর তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিবিআই টানা ৫৬ (ছাপান্ন) ঘন্টা ধরে মোদিকে জেরা করেও দোষী সাবস্ত করতে পারেনি। তাহলে খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন করা যায় যে কি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী গণমাধ্যমে বসে বলল মোদি খুনি মোদি দাঙ্গাকারী। যারা এই ছাত্রদের মাথায় এইসব ঢোকাচ্ছে তারা কতটা গণতন্ত্রী তাতেই সন্দেহ হয়। সাংবিধানিক বিধি দ্বারা নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে অকারণে অযৌক্তিক বিশেষণে ভূষিত করা গালমন্দ করারই সামিল। এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অশ্রদ্ধা করে দেশের গরিমাকেই লঘু করার প্রয়াস। তাই এ কাজে যারা আদাজল খেয়ে লেগেছে তাদের কি সাচ্চা দেশপ্রেমিক বলা যায়? পক্ষান্তরে কি বলা যেতে পারে তা পাঠকদের ভাবতে অনুরোধ করব।

আফজল গুরু কে? পার্লামেন্ট আক্রমণের মূল মাথা। বিচারে তার ফাঁসি হয়। বিজেপি কংগ্রেস–সিপিএম–তৃণমূল মিলে যুক্তি করে তাকে ফাঁসি দিয়েছে, তা কিন্তু নয়। ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাই ভারত রাষ্ট্রের আইনের সর্বোচ্চ স্তরেও ফাঁসি রদের আবেদন নাকচ হওয়ার পর তার ফাঁসি হয়েছে। তার পক্ষে আইনজীবীও ছিল। নিজেকে সে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। তারপর তার ফাঁসি হয়েছে। সেই ফাঁসি নিয়ে এতো দিন পর কেন প্রশ্ন উঠবে? সে অপরাধী কিনা তার পুংখানুপুঙ্খ ঘটনা আমিও জানিনা, যাদবপুরের ছাত্রদেরও জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সুনাগরিক সেই যে রাষ্টের শাসনের উপর আস্থা রাখে ভরসা করে। যে রাষ্ট্রের আইনে যাদবপুরের ছাত্ররা মিছিল করার অধিকার পেয়েছে সেই রাষ্ট্রের আইনেই আফজল গুরুর ফাঁসি হয়েছে। একটা ভোগ করব আর একটাকে গালমন্দ করব তা তো সম্ভব নয় কখনও।

গণতন্ত্রের নির্যাস হল আইনের শাসন। আর এই আইনের শাসন পরিলক্ষিত হয় একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে। সেই পদ্ধতিতে কে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে সামিল তা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক জানতে পারে তার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন এজেন্সির রিপোর্টের ভিত্তিতে। আইবি বা 'র'এর রিপোর্ট–এর কথা রাহুল গান্ধি বা সীতারাম বা প্রকাশদের জানার কথা নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রীরাই একমাত্র তা জানেন। তাহলে একজন নাগরিকের কার কথার উপর বিশ্বাস রেখে চলা উচিত? বিরোধী নেতাদের না মন্ত্রীদের।

আর এঘটনা সামনে আসেনি যে জেএনইউ–এর ছাত্রনেতা কানহাইয়ার সঙ্গে রাজনাথ বা মোদির ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল তাই তাকে ভারত সরকার ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। বা সে মোদির প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। আবার দিল্লির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও কানহাইয়া শত্রুতা ছিল বলেও মিডিয়াতে আসেনি। তাহলে কেন বাচ্চা ছেলেটার পিছনে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার প্রশাসন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভারতের আইন মন্ত্রী বা বিরোধী নেতার কথায় চলে না। চলে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। বিচারের আগে রাহুল গান্ধি বা প্রকাশরা কি করে জানলেন যে সে নির্দোষ? যারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করে অথচ আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাদের মুখে আইনের শাসনের কথা মানায় কি?

আমাদের দেশের সরকার যদি কোনও নতুন আইন তৈরি করে তবে তা যদি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয় তবে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দেয়। ফলে শাসকের মর্জিমতো আইন তৈরি করতেও পারে না শাসক দল। আবার সরকারি আইন প্রয়োগ হয় রাষ্ট্রের স্থায়ী অঙ্গ পুলিশ প্রশাসন ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে। তাহলে আরএসএসের কথায় প্রশাসন চলছে একথা বারবার রাহুল গান্ধি বলছেন কেন? কি তার উদ্দেশ্য? প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থা সবেতে যদি নিরপেক্ষতা না থাকে তবে তার জন্য দায়ী মোদি নয়। দায়ী রাহুল গান্ধির দাদী পরদাদারা যারা ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করেছেন এবং ৬০ বছর দেশ চালিয়ে প্রশাসনকে সরকারের তাবেদারি করার প্রথা চালু করে গিয়েছেন। তাই যে দল সরকারে আসে প্রশাসন সেই দলের কথায় চলে। প্রশাসনে বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা যাতে থাকে, তার রক্ষা কবচের জন্য আইন তৈরি হয়নি কেন স্বাধীন দেশে? পুলিশ প্রশাসনকে সংস্কার করার জন্য অনেক কমিশন হয়েছে কিন্তু সেই কমিশনের রায় ডান–বাম–গেরুয়া কোনও সরকারই মানতে চায়নি। ফলে বিরোধীদের প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে আন্দোলন করা সূচের চালুনির ছ্যাঁদা খোঁজার মতো হয়ে যায়। আমাদের দেশের বিরোধীরা দায়িত্বজ্ঞানহীন এতোটাই যে ভোটের লাভ খুঁজতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষেপিয়ে দেয়।

বর্তমানে সারা পৃথিবী সন্ত্রস্ত আইএস সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে। তারা পরবর্তী টার্গেট করেছে ভারতকে। ওদিকে আইএসআই–এর ছায়া যুদ্ধে আমরা বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। অতি সম্প্রতি পাঠানকোট বায়ুসেনা ছাউনিতে আক্রমণ হয়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের মৌলবাদী পাকিস্তানী মৌলবাদীরা মিলে ভারতে একটা স্থায়ী ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন গড়ে তুলতে নীরবে অনেকদূর পর্যন্ত জাল বিস্তার করেছে। বাংলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণে তা প্রমাণিত হয়েছে। কলকাতায় ডকের শ্রমিক সংগঠন ও তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আইএসআই–এর লোকজন ছিল তারা ধরা পড়েছে। ভারতীয় সেনার মধ্যেই আইএসআই–এর চর সন্দেহে কয়েকজন ধরা পড়েছে। আবার ওদিকে মুম্বাই হামলার নেপথ্য নায়ক সন্ত্রাসবাদী ডেভিড হেডলি ভিডিও সাক্ষাৎকারে আইএসআই–এর পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছে। বাইরে থেকে জঙ্গি পাঠানোর থেকে ভারতের ভিতরে জঙ্গি তৈরি করার উপর তারা জোর দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে ভারতের তরুণ–তরুণীদের মগজ ধোলাই করছে আইএস। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি জেএনইউ–এর ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে খুব সহজেই দেশবিরোধী একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় নাকি? ছাত্রদের সভায় যদি আফজল গুরু, গীলানি, আজাদ কাশ্মীরের শ্লোগান ওঠে তারপর সরকারের চুপ করে বসে থাকাটা সমীচীন হবে কি? সারা দেশে আজ আইএসআই শুধু অস্ত্র বোমা নিয়ে সন্ত্রাস শুরু করেনি ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে জাল নোটের স্থায়ী নেট ওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জাল নোট, মাদক ও সন্ত্রাস এই ত্রয়ীর মিলিত আক্রমণের এতো রমরমা বেড়েছে কারণ দীর্ঘদিন রাজ্য সরকার এ বিষয়ে যথাযথ নজর দেয়নি বা ভোট বাক্স ভরার দায় থেকেই তাদের ছাড় দিয়ে এসেছে বিভিন্ন দলের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার জনাদেশ পেয়েছে দেশ চালাবার। তারা দেশ বিরোধী শক্তিকে আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাই সামান্য হয়তো লঘু অপরাধেও গুরু শাস্তি দিতে চেয়েছে কারও কারও মতো। কিন্তু তার জন্য সব গেল গেল রব তোলার প্রয়োজন নেই। সরকারকে কাজ করতে দেওয়াটাও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের একটা শর্ত। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে সব দল নিজেদের মুখ অতীতের আয়নায় দেখে ভীত হয়ে পড়ে। কারাতদের দলের সরকার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের কনভয়ে বিস্ফোরণের দায় লালগড়ের (চিন্তামণি মুর্মু নামে) এক ৬৫ বছরের আদিবাসী মহিলাকে গ্রেপ্তার করে এবং পুলিশী অত্যাচারে তার একটা চোখ নষ্ট হয়। তারই প্রতিবাদে লালগড় আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। আর কংগ্রেস নাট্যকর্মী হাস্মীকে প্রাকাশ্য রাস্তায় গুলি করে মেরে ছিল। আমি একটা করে উদাহরণ মাত্র তুলে ধরলাম। ইতিহাসে এরকম শত শত ঘটনার উল্লেখ আছে। এগুলো কি খুব গণতান্ত্রিক শাসনের উজ্জ্বল উদাহরণ। আর শুধু কানহাইয়ার গ্রেপ্তার ফ্যাসিবাদী শাসনের নজির এই বালখিল্য যুক্তির দিন এবার শেষ হয়েছে। দেশবিরোধী কাজের প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। এখন যদি না করা হয় তবে সাহস ও শক্তি দুটোই আমরা হারাতে থাকব আর সেই সুযোগে চক্রান্তের থাবা আরও দৃঢ়তর হবে। তিন দশক ধরে কাশ্মীরের দুলক্ষ মানুষ নিজ পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত। আজও ভারত রাষ্ট্র তাদের নিজভূমি ফিরিয়ে দিতে পারেনি। কে বলতে পারে কালকে সেই শক্তি আমাকেও আমার জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করবে কি না। যদি করে অতীতের মতো ভোটের কথা ভেবে রাহুল–কারাতরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে প্রতিবাদের ভাষা তখন ফুরিয়ে যাবে। আর আমাদের আগামী প্রজন্ম ছাত্রসমাজ প্রগতিশীলতার দোহাই দিয়ে গিলানী মানে আজাদী, আফজল গুরু মানে আজাদীতে মুখরিত করে তুলবে রাজপথ। আর সেই আওয়াজে চাপা পড়ে যাবে উৎখাত হওয়া মানুষের কান্না।

কৃষি–কৃষক বিরোধী ক্ষতিপূরণ আইন ২০১৫ বাতিল

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিল রাইট টু ফেয়ার কমপেনসেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারন্সি ইন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, রিহাবিলিয়েশন বিল ২০১৫, সংশোধনী আইন প্রণয়ন থেকে বিরোধী দল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের চাপে বিরত থাকতে বাধ্য হল। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিল লোকসভায় বাজেট অধিবেশনে পেশ করা হয়েছিল। লোকসভায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজু জনতা দল, তেলেঙ্গানা প্রজা পার্টি সহ একাধিক দল এই বিলের বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু রাজ্যসভায় বিজেপিসহ এনডিএর সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এবং বিরোধী দলগুলোকে কায়দা করতে না পারায় বাধ্য হয়েই এই বিল প্রত্যাহার করে নেয়।

২০১৩ সালে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার লোকসভায় কৃষি জমি অধিগ্রহণের স্বার্থে এই বিল লোকসভায় পেশ করেছিল। এই বিলে বলা হয়েছিল বহু ফসলী জমি কোনভাবেই অধিগ্রহণ করা যাবে না। রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের স্বার্থে আইন করার। এই বিলের লক্ষ্য ছিল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন বাতিল করে দিয়ে 'আম আদমি' এজেন্ডার রূপায়ন। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে কৃষক এবং জমির মালিক কৃষি জমি অধিগ্রহণের জন্য বাজার দরের ৪ গুণ মূল্য জমির বিনিময় লাভ করবে। ৮০% জমির মালিক ব্যক্তিগত প্রকল্পের স্বার্থে এবং ৭০% জমি সরকারি–বেসরকারি প্রকল্প (পিপিপি) মডেলের জন্য নেওয়া হবে। লোকসভায় ২১৬ ভোটে বিলটি পাশ হলেও রাজ্যসভায় পাশ হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস এই বিল পাশের ক্ষেত্রে দাবি করেছিল ৮০ শতাংশের পরিবর্তে ১০০ শতাংশ কৃষকের সম্মতি নিয়ে অধিগ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে যেভাবে জমি অধিগ্রহণ করার হয়েছিল সেইভাবে যদি শিল্পের নামে বেসরকারি সংস্থা জমি জোর করে অধিগ্রহণ করে তাহলে কৃষকের সর্বনাশ হবে।

নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিল সংশোধন করার জন্য লোকসভায় সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। পিপিপি মডেলের ক্ষেত্রে সংশোধনী বিলে জমি অধিগ্রহণের জন্য পাঁচ ধরনের প্রকল্প নির্মানের শর্ত আরোপ করা হয়। (১) প্রতিরক্ষা (২) গ্রামীণ পরিকাঠামো (৩) আবাসন (৪) শিল্প করিডোর (৫) পরিকাঠামো এবং সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ। পিপিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারের নিজস্ব জমির মালিকানা থাকবে। লোকসভায় শিল্প করিডোর নির্মানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে ১ কিলোমিটার বিস্তৃত রাস্তায় অথবা রেল চলাচলের নিকটবর্তী এলাকায় করিডোর গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনে সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন (সিয়া) বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই আইনের ৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল প্রতিটি প্রকল্প রূপায়নের আগে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক। ২০১৫ সালে অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ সংশোধনী প্রস্তাবে সরকারের দ্বারা অধিগৃহীত জমিতে প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিকে বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকার মনে করলে পিপিপি মডেলের জন্য জমি দখল করতে পারে স্থানীয় জনগণকে বাস্তুচ্যুত করে। লোভসভায় এই বিল পাশের সংশোধনী এনে অবশ্য বলা হয় সরকারকে আশ্বস্ত করতে হবে কৃষি জমির নূন্যতম অংশ অধিগৃহীত হয়েছে। এই ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হতে পারে কিন্তু কৃষি এবং কৃষকের অন্ন সংস্থানে ম্যায় বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সংকটকে ডেকে নিয়ে আসার আশঙ্কা যথেষ্ট রয়েছে। প্রথমত শিল্প পরিকাঠামো প্রকল্প নির্মাণের কয়েক বর্গ কিলোমিটার জুড়ে জলসংকট দেখা দেবে। কারণ আবাসন অথবা শিল্প করিডোর যেটাই নির্মাণ করা হোক না কেন, কৃষি অথবা জলা জমি ধ্বংস করে তবেই পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। রাজারহাট নিউটাউনে পশ্চিমবঙ্গে উপনগরী নির্মাণ করতে গিয়ে স্থানীয় কৃষি জমি যে ধ্বংস করেছে তার ফলে ভুগছে বর্তমানে রাজারহাট সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী পরিবার। গত জানুয়ারি মাসে রাজারহাটে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে শীতকালে কৃষি জমির ফুটি ফাটা অবস্থা। পুকুরের জল ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত পরিবেশের চূড়ান্ত বিপর্যয়। যে সব জায়গায় কৃষি জমি শিল্পের জন্য দখল করা হয়েছে সেই সব জায়গায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টি কম হবার জন্য ফসলের উৎপাদন কমে গিয়েছে।

ইউপিএ সরকার বহুফসলী জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি আইনী নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু মোদি সরকার বলে বহুফসলী জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবে সরকারি প্রকল্পের স্বার্থে সেচযোগ্য বহুফসলী জমি অধিগ্রহণ করা যাবে। অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে তেমন কিছু সংশোধন না করলেও পূর্বতন বিলে শর্ত ছিল অধিগৃহীত জমি ব্যবস্থার না করা হলে কৃষকের কাছে ফেরত দেবার। ২০১৫–র বিলের ক্ষেত্রে বলা হয় প্রকল্পের ভিত্তিতে স্থির হবে জমি ফেরত দেবার বিষয়টি। ২০১৩–এর বিলে বলা হয়েছিল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। নতুন আইনে ১৮৯৪–র উপনিবেশিক জমি অধিগৃহিত আইন নিয়ে কোন সংশোধনী আনা হয়নি।

নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেও এই বিল রাজ্যসভায় পাশ করাতে পারবেন না বলেই জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৬টি অর্ডিন্যান্স বাতিল করতে বাধ্য হন। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। ভারতীয় সংবিধানের ৩১ নং ধারায় সংশ্লিষ্টভাবে বলা হয়েছে, সম্পত্তির অধিকার মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার। ৩১(২) ধারায় বলা হয়েছে জমির অধিগ্রহণের সময় বাজারী মূল্যের সমমূল্য জমির মালিককে দিতে হবে। সংবিধানের ৩০০ক ধারায় ৪৪তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা বলা হয় যে কোনও ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ১৯৮৩ সালে মহারাষ্ট্র বনাম চন্দ্রভান মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি চিনাপ্পা রেড্ডি তার রায়ে উল্লেখ করে যে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিকে আইনসভার দ্বারা স্থির হবে যাতে করে জমির ক্ষতিগ্রস্ত ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত না হয়। আইনের রক্ষা কবচ থাকলেও জমি মাফিয়াদের দুর্বৃত্তায়নে ভারতের গ্রামাঞ্চলে জমি লুঠ হয়ে যাচ্ছে। কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিক বিপুল অর্থ কলকাতায় বসে পেলেও গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষক না খেতে পেয়ে মরছে। ভারতে কৃষি জমি অধিগ্রহণের ফলে স্বাধীনতার পর থেকে ৬০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ অধিবাসী ভূমিপুত্র। এই আইন পাশ হলে প্রান্তিক কৃষক শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। দেশের ফসলযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যেত। প্রসঙ্গত ভারতে সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আনুমানিক ১৪ কোটি হেক্টর এক ফসলী দুই ফসলী ও বহু ফসলী জমি রয়েছে। শিল্পের ফলে কৃষি জমি দখল করা হলে খাদ্য সংকট ক্রমশ বেড়ে যাবে। ২০১০ সাল থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা ১০ শতাংশ কমে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সুরক্ষা আইনকে সারা দেশে বাধ্যতামূলকভাবে যখন প্রয়োগ করার কথা বলছে তখন জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ পুনর্বাসন আইন সরকারের দ্বিচারিতা নীতির নামান্তর। তৃণমূল কংগ্রেস এই আইনকে যে কৃষক বিরোধী আইন বলে মনে করেছে তা সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত।

স্বাধীনতার পর ভারতে ভূমি সংস্কার ও জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ বাতিল করার স্বার্থে প্রয়োজন ছিল কৃষি এবং শিল্পের জন্য জমির সীমারেখা চিহ্নিতকরণ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে জমির চরিত্র নির্ধারণ সম্ভবপর হয় নি। অথচ দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি শিল্পপতিদের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ আইন পাশ করানোর জন্য ২০১৩ ইউপিএ এবং ২০১৪ বিজেপির জোট এনডিএ অতি সক্রিয়তা দেখিয়েছে। আর ক্ষতিপূরণের সাথে বিত্তবান কৃষকদের বিপুল অর্থ ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসন দিয়ে তাদর স্বার্থ রক্ষায় আন্তরিকতা দেখানো হয়েছে। ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষক না খেতে পেয়ে মরুক জনগণের সরকারের কি এসে যায়?

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে

উত্তর ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা শহর বারাসতের রবীন্দ্রভবনে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চারদিনব্যাপী নজরুলগীতি কর্মশালা আয়োজিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমির উদ্যোগে ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি। একই সঙ্গে এদিন জেলাতথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। চারদিনব্যাপী নজরুলগীতি এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী তথা গুপী গাইন বাঘা বাইন খ্যাত অনুপ ঘোষাল। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ আয়োজিত এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে অনিন্দ্যবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক অনুপ ঘোষাল, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. বাঁধন সেনগুপ্ত, বারাসত পুরসভায় পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমির সভাপতি জয় গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পিয়ালী সেনগুপ্ত, প্রশিক্ষক অনুপ ঘোষাল ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর সম্বলিত শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্রগুলি তুলে দেন অনুপ ঘোষাল ও বাঁধন সেনগুপ্ত।

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক বাঁধনবাবু তার বক্তব্যে তুলে ধরেন নজরুল সম্পর্কে বেশ কিছু অজানা তথ্য। তিনি বলেন 'নজরুলের শিক্ষক হল প্রকৃতি।' অনুপ ঘোষাল তাঁর বক্তব্যে নজরুল ছাড়াও উল্লেখ করেন ভাষা আন্দোলনের কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডাক এই ভাষা আন্দোলনের থেকেই সূচনা হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

পুরপ্রধান তার বক্তব্যে বলেন, প্রতি বছর এই দিনে পেট্রাপোল সীমান্তে দুই বাংলার মিলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই বাংলা মধুর মিলনে সারাজীবন আনন্দে থাকে। যতদিন বাঁচে ততদিন এই ভাবে আন্দোলনের শহিদদের ভুলব না।' এদিন কর্মশালার অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। শিশু বাচিক শিল্পী কৌস্তভ মল্লিক ছিল আকর্ষণীয়। দীপালি, রুদ্র দত্তর সংগীত প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করে অনুপ ঘোষালের সংগীত পরিবেশনা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি চন্দ্রানী রায়ের সঞ্চালনায় মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে কাকদ্বীপ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিতহল। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্যকর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাকদ্বীপ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রসঙ্গে সভায় বক্তব্য রাখেন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ এবং গুরুসদয় মিউজিয়ামের অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর ডঃ দীপক বড়পণ্ডা। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন স্নেহা মণ্ডল, প্রেরণা মাইতি এবং মহুয়া নন্দী। আবৃত্তিতে সকলকে মুগ্ধ করেন শুভাশিস খামারু, সোমা পাড়ুই দাস এবং পৌলমী বাগ। সমবেদ নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন অন্বেষা ঘোষ, তিয়াসা শী, শোভন শী প্রমুখ।

বনদপ্তরের অত্যাচারের প্রতিবাদে আন্দোলন

প্রথম পাতার পর

বঙ্গোপসাগর লাগোয়া এই পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্যের ঠাকুরান, বিজুয়াড়া ও ভুসনকাটি নদীতে প্রচুর পরিমাণে মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। দাঁড় টানা নৌকা ও ছোট ভুটভুটিতে চেপে ছোট ছোট দলে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরত। গত বছর জুলাই মাস থেকে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ফ্রেজারগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি এবং ক্যানিং এলাকার দশ হাজারের বেশি দাঁড় টানা নৌকা ও পাঁচ হাজার ছোট ভুটভুটির মাছ ধরা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় বনদপ্তর। ফলে কোনও আয় উপার্জন না থাকায় আর্থিক দিক থেকে ভেঙে পড়েন প্রায় দেড় লক্ষ মৎস্যজীবী। সংগঠনের নেতা মিলন দাস জানান, 'অভয়ারণ্য আইনে জঙ্গলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ওই আইনের আওতাভুক্ত করা যায় না খাঁড়ি ও নদীকে।

কিন্তু বর্তমান সরকার ওই আইনের ক্ষমতা বলে অভয়ারণ্য এলাকার নদী ও খাঁড়িগুলোতে মৎস্যজীবীদের মাছ, কাঁকড়া ধরা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তার ওপর বনদপ্তর ও বাঘ প্রকল্পের এক শ্রেণীর কর্মীদের দ্বারা নানা ভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মাছ, তেল, জাল সহ মাছ ধরার সরঞ্জাম ও বৈধ পাশ। আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি মারধোরও করা হয়। ২০০৬ সালে সংসদে যে বনবাসী অধিকার আইন পাশ হয়েছিল, তা রাজ্যে আজও চালু হল না। আমরা এই যাত্রাপথে সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে গিয়ে মৎস্যজীবীদের বনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছি। পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনছি। সব শেষে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাব বনবাসী অধিকার আইন বলবৎ করার জন্য।' তবে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বাঘ প্রকল্পের এক আধিকারিক ফোনে জানান, 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন মেনে কাজ করেন প্রকল্পের কর্মীরা। মৎস্যজীবীদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

বামেদের মুখ হতে পারেন মৌসুমী–টুম্পা

প্রথম পাতার পর

তার উজ্জ্বল উদাহরণ দেবশ্রী রায়। তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেই জানিয়েছেন তার পুরনো কেন্দ্র রায়দীঘি থেকেই তিনি আবার প্রার্থী হবেন। তবে এর পাশাপাশি অরুপ ঘোষাল, রচপাল সিং, সুলতান সিংদের মতো ব্যক্তিত্বদের ভাগ্যে পুনরায় মনোনয়ন প্রাপ্তির শিকে ছিঁড়বে কিনা তা এখনও রীতিমত প্রশ্নের মুখে। এদিকে বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর পুনরায় মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে এই মুহূর্তে দোলাচল অনেকটাই কম। কারণ বিধায়ক হিসেবে তাঁকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সবসময়ের জন্য বারাসতবাসী না পেলেও বা বারাসতে বিধায়কের পক্ষ থেকে বিশেষ উন্নয়ন না হলেও বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই মুহূর্তে চিরঞ্জিতকে সরিয়ে দিলে বারাসতের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে বলেও মনে করছেন তারা। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বর্ধমানের পাড়ুই, বীরভূমের নানুরের মতো বেশ কয়েকটি কেন্দ্র বিশেষ নজরকাড়া কেন্দ্র। অবশ্যই সেই সঙ্গে কামারহাটি, বাগদাকেও উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রের তালিকায় রাখতে চাইছেন তারা।

অন্যদিকে সিপিএম কামদুনির দুই প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়ালকে প্রার্থী করতে পারে। এমন হলে এই কেন্দ্র দুটি নিঃসন্দেহে অগ্নিগর্ভ হবে। সাধারণ মানুষ অবশ্য এদের পাশে থাকবে। এরা যেহেতু সাফল্যজনক প্রতিবাদী মুখ। তাই মানুষের সমর্থন থাকবে এদের প্রতি। কিন্তু তারা যে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছেন, সেই আন্দোলনরে মূল অভিমুখ ছিল অরাজনৈতিক। তাই কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তারা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে তাদের গায়ে রাজনৈতিক রঙ লেগে যাবে। এমতাবস্থায় তাদের জনসমর্থন বিভাজিত হবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এমনও হতে পারে তারা বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির মঞ্চে মৌসুমী ও টুম্পা দুজনকেই দেখা গিয়েছে। এমনকি শিলিগুড়ির বর্তমান মেয়র তথা বামফ্রন্টের প্রার্থী পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এরা দুজনেই বক্তব্যও রাখেন। এবং পরের দিন চা বাগান পরিদর্শনেও তারা যান। এমনকী গত শুক্রবার সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন মৌসুমী। এ বিষয়ে বারাসতের সিটু ইউনিয়নের নেতা স্বপন ঘোষ বলেন, 'মৌসুমী, টুম্পা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনে হয় না। কারণ তাদের আন্দোলন ছিল অরাজনৈতিক। এমতাবস্থায় তারা প্রার্থী হলে সেটা মানুষ সুনজরে দেখবে না। এমনকি তাদের জীবনহানির আশঙ্কাও থাকতে পারে।' উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরা বলেন, 'আমার কাছে যা খরব আছে, তাতে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএমের মহিলাপ্রার্থী হিসেবে রূপা বাগচি এবারেও টিকিট পাচ্ছেন এবং সম্ভাব্য কেন্দ্র হতে পারে মানিকতলা। অপরদিকে একসময়ে সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত বেহালা (পূর্ব) এবং (পশ্চিম) দুটো কেন্দ্রেই সিপিএম নতুন মুখ দিচ্ছে।' বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটা কেন্দ্রে যেখানে অতীতে সিপিএমের বিধায়ক ছিলেন মন্মথ রায়। এবারে সেখানে বামফ্রন্টের প্রার্থী দিচ্ছে সিপিআই। উল্লেখ্য গাইঘাটা এলাকাটা মতুয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে সিপিএমের কোনও যোগ্য মতুয়া প্রার্থী না থাকায় তারা এই বিধানসভাটা সিপিআইকে ছাড়ছে। অথচ এখানে সিপিআই–এর একাধিক পরিচিত মুখ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মতুয়া ভোটকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এখানে প্রার্থী করা হচ্ছে বহিরাগত কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরকে। এই কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বামনগাছির বাসিন্দা। তিনি বরাবরই বাম সমর্থক বলে পরিচিত। ইনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। গাইঘাটা এলাকায় ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির প্রয়াত তৃণমূল সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের নামেই তার নাম। এই নামের প্রতি মতুয়াদের একটা দুর্বলতা আছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে সিপিআই বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। যদিও সিপিআইয়ের উচ্চ শিক্ষিতমহল এবং দীর্ঘদিনের পাটিকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, শুধুমাত্র ভোটের কারণে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোয়াজ করা হচ্ছে বছরের পর বছর। এমনকি এই লক্ষ্যে সম্প্রতি কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যও ঠাকুরবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। তবে এখানে তৃণমূলের সংগঠন এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। এ কারণে এখানে কপিলবাবুর জেতার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে।

শেষ যাত্রায় ভাসল সোনারপুর

প্রথম পাতার পর

সেই অটোতে থাকে অ্যাসিসটেন্ট সাব ইন্সপেক্টর তীর্থপতি বসু, লেডি হোমগার্ড রানু চক্রবর্তী, ভিলেজ পুলিশ প্রসেনজিৎ সাঁপুই, সিভিক ভলান্টিয়ার অপূর্ব নস্কর এবং চালক সুশান্ত নস্কর ও নীলাঞ্জনা। অটোটি রথতলা থেকে মেন রোডে উঠতেই বারুইপুরগামী একটি ফুল পাঞ্জাব লরি অটোটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় একটি অ্যাম্বুল্যান্স গড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক দেখতে পেয়ে আহতদের সোজা নিয়ে আসে গড়িয়া হিন্দুস্থান হেলথ পয়েন্টে। খবর পাঠায় সোনারপুর থানায়। হিন্দুস্থানের কর্মকর্তারা এরপর পাঠিয়ে দেয় এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে গেলে নীলাঞ্জনা ও অপূর্বকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

এদের মধ্যে বাকিদের মাথায় স্টিচ হয়েছে, কারও ঠোঁটে, কারও হাতে বা পায়ে। সবাই গুরুতর আহত। মৃতা নীলাঞ্জনা ও মৃত সিভিক পুলিশ অপূর্ব মজুমদারের দেহ মোমিনপুরে মর্গে পাঠানো হয়। এদিকে অপূর্বর বাড়ি সোনারপুর গঙ্গা জোয়াড়ায় রাতে পথ অবরোধ করে আন্দোলন হয়, ছুটে যান আই সি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারুইপুর এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বাস দেন পরের দিন নিজেরা গিয়ে তাড়াতাড়ি পোস্ট মর্টেম শেষ করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হবে। সেই কথামত সুজয়বাবু পরের দিন যাদবপুর থানায় গিয়ে কাগজপত্র ও ময়না তদন্তের সমস্ত কাজ দেখভাল করে তাড়াতাড়ি মৃতদের নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেন। ২৩ তারিখ বিকালে সিভিক ভলেন্টিয়ার অপূর্ব মজুমদারকে নিয়ে তার পরিজনরা ও বন্ধুরা শববাহী গাড়ির সামনে ও পিছনে বাইক নিয়ে শেষ যাত্রা করে তাদের বন্ধু অপূর্বকে শ্রদ্ধা জানায় রাজপুর শ্মশানে। পিছনে তখন চোখের জলে ভাসছে সোনারপুরের অগণিত মানুষ।

বনগাঁয়

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁয় গত ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে সুসজ্জিত ট্যাবলোসহ শতাধিক ভাষাপ্রেমী মানুষ ও স্কুল ছাত্রছাত্রী পেট্রাপোল সীমান্তে দুই বাংলার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উৎসবে শামিল হন। বনগাঁর তিন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি গিয়ে তাদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটিতে বনগাঁ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ ইচ্ছামতী নদী সংস্কার সহায়তা কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা 'নীলপ্রবাহ'–এর উদ্যোগে বনগাঁ মহকুমা ভবনের সামনে বিভূতিভূষণের আবক্ষ মূর্তিতে মহকুমা শাসক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহকুমা শাসকের উদ্যোগে ট্যাবলোটি সীমান্তে পৌঁছায় এবং সেখানে দুই বাংলার ভাষা দিবস পালন মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি রহিমা মণ্ডল, বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, বিধায়ক সুরজিত বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ বেনাপোল–এর মেয়র আসরাফুল আলিম (লিটন) সাহেব, সাংসদ মাহবুল আলম হানিফ সাহেব সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ।

জ্যোতিপ্রিয়বাবু সকলের পরিচয় করিয়ে দেন এবং আগামী দিনে যাতে নববর্ষ (১ বৈশাখ), দুর্গোৎসব সহ ভাষা দিবস দিনটিতে অন্ততঃ গেট খুলে দিয়ে দুই বাংলার মানুষ আরও বেশি মৈত্রী পালন করতে পারে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। বিধায়ক বিশ্বজিত দাস বলেন, প্রতিবার যদি এই দিনটিতে সীমান্তের গেট খুলে দেওয়া যেত তাহলে আরও বেশি ভাষা মৈত্রী পালন করতে পারত দুই বাংলার মানুষ। মেয়র লিটন সাহেব 'ভাষা মা' সম্বোধন করে বক্তব্য রাখেন এবং মনোজ্ঞ কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

ট্যাবলোটি বনগাঁর তিন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন আধিকারিক সঞ্জয় চক্রবর্তী।

এদিন গোপালনগরের কবি ও কথা সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাসের বাড়িতে আয়োজিত সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাহিত্যিক তপন পালিত, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট সম্মাননা প্রাপক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমিক সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ সহ সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি ও কথা সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাস কবি কান্তিময় ভট্টাচার্য, বিমল দাস প্রমুখ।

মানপত্র পাঠ করেন যথাক্রমে বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও নীলপ্রবাহর সম্পাদক পূরবী চট্টোপাধ্যায়, পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

জ্যোতির্ময়বাবু বলেন আড্ডা ছাড়া সাহিত্য হয় না।সঞ্জয় বসু বলেন আমরা সরকারি কর্মচারী। সেই সূত্রে বেতন পাই। যা কিছু কবি আমার বাংলা, আমার দেশ আমার ভাষার জন্য করি। কিছু পাবার জন্য নয়। এছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি সমীর চক্রবর্তী। তাপস ঘোষ, তারাশংকর আচার্য্য, সেফিয়ার রহমান, তরুণ কুমার দাস প্রমুখ। সঞ্চালনায় সুভাষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রশংসনীয়।

এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সদর বারাসতের রবীন্দ্রভবনে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালনের আয়োজন করা হয়। দুপুর দুটোয় অনুষ্ঠিত এই ভাষা দিবস পালন ও শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি রহিমা মণ্ডল, সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের তৃণমূল নেতৃত্ব নারায়ণ গোস্বামী, বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুল রহমান, বারাসত পুরসভায় পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদিন পাঁচজন লোকশিল্পীকে সরকারি পরিভাষায় পত্র প্রদান সহ প্রায় এক ডজন ছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হয়। এছাড়া রঙিন মাছের ব্যবসা করার জন্যে কয়েকজনকে মাছের অ্যাকোরিয়ামও প্রদান করা হয়েছে। এদিন ভাষা আন্দোলনে শহিদ হওয়া বরকত, সালাম, রফিক, সাজ্জাদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

সাতগাছিয়ায় প্রার্থী বিতর্কের অবসান

প্রথম পাতার পর

মাঝখানে আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়েছিল, সেই কারণে হয়তো কয়েকটি অনুষ্ঠানে আসতে পারিনি। তাছাড়া গত পনের বছর ধরে বিধায়ক এলাকা উন্নয়নের কাজের ক্ষেত্রে জেলার মধ্যে আমি শীর্ষে আছি। এটা আপনাদেরই কাগজে বেরিয়েছে। এগুলো কি কিছুই নয়? দল যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই আমি মেনে চলব। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পৈলানে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলকর্মীদের নিয়ে একটি সভা হয়। এই সভাতেই সোনালী দলের বিক্ষুব্ধ কর্মীদের কাছে ভুল স্বীকার করেন। এমন আর হবে না বলেও কথা দেন। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সোনালী গুহই সাতগাছিয়ায় প্রার্থী হচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ঘোষনা করেছেন, তখন তাঁকে সম্মান জানানো সকলের কর্তব্য। সব বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে সোনালী গুহকে জেতাতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। নতুন করে যারা বিপ্লব করবেন, দল তাদের বরদাস্ত করবে না।

দুর্যোগ উপেক্ষা করে রায়দিঘিতে জোটের মহামিছিলে জনপ্লাবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুপুর থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। ঘড়ির কাঁটা ৩টের ঘরে ঢুকতেই শুরু হল বৃষ্টি। ততক্ষণে কোম্পনির ঠেকের স্কুল মাঠে হাজির কয়েক হাজার বাম, কংগ্রেস ও পিডিএসের কর্মী সমর্থক। প্রত্যেকের হাতে দলীয় পতাকা। অনেকের কাছে আবার বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ লেখা প্ল্যাকার্ড। কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হলেন সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি–সহ বাম নেতৃত্ব। পাশাপাশি হাজির কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অর্ণব রায়, দুলাল ভট্টাচার্য, পিডিএস নেত্রী অনুরাধা দেব। কান্তি, অর্ণব ও অনুরাধার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে শুরু হল মহামিছিল। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মিছিল শুরুর সময়েই কান্তি জানিয়ে দিলেন, 'ঝড়–বৃষ্টি যাই হোক আমরা মিছিল থামাব না।' সেই সময় হাজির কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক সমস্বরে কান্তির কথায় সায় দিয়ে জানালেন মিছিল হবে।

মিছিলের শুরুতে তখন কান্তি অর্ণব, অনুরাধারা পাশাপাশি হাঁটছেন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম ধ্বনি উঠছে অবিরত। কিছুক্ষণের মদ্যে বৃষ্টি জোরে এল। সঙ্গে বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়া। কিন্তু মিছিল এগিয়ে যেতে লাগল রায়দিঘির দিকে। কিছুক্ষণ মিছিল যাওয়ার পর যোগ দেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র, মায়া ঘোষরা। ততক্ষণে মুসলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টিতে ভিজে জুবুথুবু নেতা–সহ কর্মীরা। ঝড়ের দাপটে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়েছে গাছের মোটা ডাল। মিছিলে থেকে কর্মীরা গিয়ে সেই ডাল সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। বৃষ্টির দাপট যত বেড়েছে মিছিল থেকে সরকার বিরোধী শ্লোগান তত জোরদার হয়েছে। রায়দিঘি পর্যন্ত ৮ কিমি রাস্তায় পুরো বৃষ্টি ভিজে শেষ হয় মহামিছিল। এই মিছিলের আহ্বায়ক কান্তি বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে আজ মিছিল শেষ হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রের পক্ষে থাকা সমস্ত দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কংগ্রেস, পিডিএস সামিল হয়েছে।

আজ দেশের ও রাজ্যের বিপদ থেকে বাঁচতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের জোট জরুরি। এবং আগামী দিনে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত করবে এই জোট।' বামেদের সঙ্গে জোট চেয়ে বারে বারে সওয়াল করা কংগ্রেস নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, 'রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটাতে মানুষের জোট হয়ে গিয়েছে। আজকের এই জেলায় এই জোটের মহামিছিল দিয়ে পথচলা শুরু হল। আগামী দিনে জেলার বাকি এলাকাতেও এই জোটের মিছিল ও প্রচার হবে।

পাশাপাশি এই জোটে আসার আগ্রহ দেখিয়েছে আরজেডিসহ বেশ কয়েকটি দল। তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরানোই আমাদের লক্ষ্য।' পিডিএসের অনুরাধা দেব বলেন, 'আমরা অনেকদিন থেকে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই জোটের কথা বলেছিলাম। আজ খুশি এই জোট পথচলা শুরু করল।' এই এলাকার অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি এসইউসিআইকেও এদিনের মিছিলে ডাকা হয়েছিল। তবে এসইউসি–র কোনও নেতা কর্মীকে মিছিলে দেখা যায়নি।

কোন্নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২১ ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার কোন্নগরে কোন্নগর পুরসভা এবং কোন্নগর বইমেলা কমিটি ও পুষ্প প্রদর্শনী কমিটি যৌথ উদ্যোগে পুরভবনের তিনতলায় নৃসিংহ দাস মেমোরিয়াল হলে সাড়ম্বরে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুর–প্রধান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী, উপ–পুরপ্রধান গৌতম দাস, সাহিত্যিক ডঃ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডিরেকটর, সিইও ডঃ সুজয় বিস্বাস, হলদিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ডঃ শুভেন্দু চক্রবর্তী, সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষক ডঃ অভিজিৎ মিত্র এবং বইমেলা কমিটির সম্পাদক ডঃ শরদিন্দু ভুঁইয়া। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীর ঘোষালকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু স্কুলের ছোট ছোট ছেলে–মেয়েরা সানন্দে অংশগ্রহন করে। অনুষ্ঠানের সবশেষে কোন্নগরের ভাষা শহীদ সফিকুর রহমানের শহীদ স্মারক স্তম্ভে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এবং স্থানীয় ব্রক্ষ সমাজ ঘাটে সামুদ্রিক গাছ ম্যানগ্রোভ আপেলের সঙ্গে এইসকল ছাত্র–ছাত্রীদের পরিচিত করানো হয়।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

ম্যাজিসিয়ানস ডে

জাদু সম্রাটের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল জাদু সম্রাট পি সি সরকারের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী, ১০৪ তম জন্মদিন (২৩.২.১৯১৩ জন্মদিন)। এই দিনটিতে সারা জাদু জগৎ 'ম্যাজিসিয়ানস' ডে' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদিন তাই দেশে দেশে জাদু সংগঠনগুলি জাদু নিয়ে আলোচনা, বিশিষ্ট জাদুককে সম্মাননা ও অবশ্যই জাদুপ্রেমী সাধারণ জনের জন্য বৈচিত্রময় জাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন, জাদু সম্রাটকে নিয়ে ভাষণও দেন। জাদু সম্রাটের জন্মদিনে মূল অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতার বালিগঞ্জে 'জাদু সম্রাটের তৈরি বিরাট ইন্দ্রজাল ভবনে মায়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে, মাদারি মঞ্চে এবারেও এই অনুষ্ঠানটি হল অতি উজ্জ্বলভাবে। আয়োজক 'ইলিউশন অর রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটি, যেটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন জাদু সম্রাটের সুযোগ্য পুত্র ৪৫ বছর পার করে 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনী নিয়ে বিশ্ব পরিক্রমনায় রত জাদুকর

ঐতিহাসিক ইন্দ্রজাল ভবন

সৌজন্যে : সান্ডে টেলিগ্রাফ, জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকারের আর্কাইভ থেকে

যাঁর হাত ধরেছেন তাঁর জীবনে) মানেকা সরকার মৌবনী সরকার, মুমতাজ সরকার। ইলিউশন অব রিয়ালিটির তরফে স্বাগতঃ ভাষণ দেন প্রতিনিধি সদস্য বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ ব্যানার্জী। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার ভার তুলে দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক, জাদু সমালোচক শ্রী মানস চক্রবর্তীর হাতে। শ্রী চক্রবর্তী অতি উজ্জ্বল মৌবনী সরকার। সংগঠনের কর্মাধ্যক্ষা জাদুকর জয়শ্রী সরকার, আহ্বায়ক জাদুকর মানেকা সরকার সদস্যা অভিনেত্রী জাদুকর মুমতাজ সরকারও তাঁদের ভাষণে জাদু সম্রাটকে নানান ভাবে শ্রদ্ধা জানান। এদিন বিশ্বের 'পি সি সরকার' স্মারক পুষ্প স্তবক হাতে তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, সুসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও বিখ্যাত ক্রিকেটিয়ার সম্বরণ ব্যানার্জীকে। অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ফুটবলার চুনী গোস্বামীর স্মারক, পুষ্প স্তবব তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

সম্রাটের স্মৃতি চারণা করেন। এদিন ৩ ঘন্টা পার করে অনুষ্ঠিত হয় বৈচিত্রময় সংস্কৃতি চর্চা ছিল জদুকর বি কুমার জাদুকর প্রিন্স শীল, জাদুকর সুভাষ, ক্ষুদে জাদুকর ব্রত, জাদুকর প্রিয়ম গুহ ও জাদুকর সুদীপ চ্যাটার্জীর আনন্দদায়ক জাদু। এই সব জাদু প্রদর্শনীর ফাঁকে ফাঁকে ছিল প্রবীর বসু ও ভাস্কর ঘোষের শ্রুতিনাটক, 'বলাই বাবু'; বালিকা অহনা কবিরাজের হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্র সঙ্গীত; ক্ষুদে নৃত্য শিল্পী (বিশেষ শিশু) রিনির নাচ, দেবজ্যোতির নাচ (বিশেষ শিশু); ছিল শ্যামল ফৌজদারের বালি আর আলো নিয়ে চিত্রাঙ্গন বাঁশীতে সহযোগিতায় ছিলেন ভাস্কর ব্যানার্জী। পরে ভাস্কর ব্যানার্জী ক্লারিওনেটের সুর সুধায় মুগ্ধ করলেন বিশ্ববন্দিত জাদুকরকে।

ছিল নবদ্বীপ থেকে আসা বরিষ্ঠ চারণ সঙ্গীত শিল্পীর জাদু সম্রাটকে নিয়ে রচিত সঙ্গীত পরিবেশনা। অনুষ্ঠানের শেষে সুচারু ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন সুসমিত

ডঃ পি সি সরকার জুনিয়র এম, এসসি, পিএইচডি জন্মদিন পালনে সংগঠনটির সাথে আরও হাত মেলান 'পি সি সরকার ঘরানা অব নাটকীয় ইন্দ্রজাল বিদ্যা'–র গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় জাদু সম্রাটের মূর্তির উন্মোচন সহ ছিল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পি সি সরকার জুনিয়র জয়শ্রী সরকার সুসিমিত হালদার (মানেকা সরকার মাত্রায় অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'ম্যাজিসিয়ানস ডে'–র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে, জাদুকলা চর্চার ইতিহাসে জাদু সম্রাটের শাশ্বত অবদানের কথা বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ তাঁর ভাষণে ব্যক্ত করেন সংগঠনের সভাপতি জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র।

ধ্রুপদী ওড়িশি নৃত্যের মাধ্যমে জাদু সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানালেন নৃত্যশিল্পী অভিনেত্রী জাদুকর

এছাড়াও বিশিষ্ট জাদুকরদ্বয় তথা জাদুকর প্রিন্স শীল ও জাদুকর সুভাষকে 'পি সি সরকার' স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা প্রাপ্ত বিশিষ্টজনেরা জাদু

এদিনের অনুষ্ঠান ছিল সম্পূর্ণই আমন্ত্রণ মূলক।

দেশ দেশান্তরে

''চোর'' উরুগুয়ে, মালোসিয়ায় ফ্রান্সে সুযোগ পায়নি আমার দেশের মাটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনৈতিক দুর্নীতি–গ্রস্ত এ সমাজে চোর শব্দটি অপরিচিত নয়। ''চোর'' উরুগুয়ে, মালেশিয়ার পরে এবার শিল্পী ও শিল্পের স্বর্গভূমি ফ্রান্স থেকে ডাক পেল। চলচ্চিত্র নগর ফ্রান্সের কান শহরে জগত বিখ্যাত কান চলচ্চিত্র উৎসবের সহযোগী এই সংগঠন তাদের ক্যাটালগে ''চোর'' কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্রডকাস্টিং রাইট চেয়ে পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে এই ছবিটি ম্যাক্সিকোর চলচ্চিত্র উৎসবে সেলফ ফান্ডেট ফিল্মের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও লাতিন আমেরিকার উরুগুয়েতে FIAF (Federation Internationale des Archives du Film)–এর সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত আছে।

অথচ সুযোগ জোটেনি দেশের মাটিতে। ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, ফিলিপিন্স, প্যারাগুয়ে আরও অনেক দেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে ভারত থেকে একমাত্র নির্বাচিত চলচ্চিত্র 'চোর' ৫ ও ৬ আগস্ট ২০১৪য় প্রদর্শিত হয়েছিল ১৬ তম শীতকালীন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সিনেমাটেকা উরুগুয়েতে। তার পর দ্বিতীয়বার বিশ্বজুড়ে সম্প্রচার হয় টেব টিভিতে ২৬ অক্টোবর ২০১৪ মালেশিয়ার সময় অনুসারে সন্ধ্যে সাতটায়। মালেশিয়ার টিভির ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল বলে মনে করেন টেব টিভির কর্ণধার Azuan Muda। কাব্যিক প্রতিক দ্বারা এই স্বাধীন নো বাজেট ডিজিটাল বাংলা চলচ্চিত্রটিতে নৈতিকতা, সততা, ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, প্রেম, বিশ্বাস প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধগুলিকে উসকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। আমার প্রথম ছবিটিতে রাতের অন্ধকারের আড়ালে মধ্যবয়েসি কেরানি সমরেশ ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তি জীবনের নৈতিকতার ওপর আলোকপাত তুলে ধরেছে সমসাময়িক শুধু এদেশ নয় বিশ্ব সভ্যতার চরাচর। প্রশ্ন তুলছে সততার ওপর। চোর ঘুরে বেড়ায় এ সংসারের আনাচে কানাচে সর্বত্র। আত্ম বিশ্লেষণ উঠে আসে, ''কে চোর নয়?'' জন্মায় অনুশোচনা। অনুশোচনা পথ দেখায় মুক্তির।

সমস্ত দেশ, কাল, জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে নৈতিক অগ্রগতির মৌলিক উপাদান গুলোকে আরও চিহ্নিত করতে হবে। আজকের সবচেয়ে বড় সংকট আত্মিক সংকট।

সরকারি ও বেসরকারি কোনও চলচ্চিত্র উৎসব কর্ণধার ও স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রদর্শক এ দেশে পাত্তা দেয়নি ছবিটিকে। ছবির বক্তব্য সমসাময়িক বাংলা ও ভারতীয় রাজনীতিকে খুশি করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। বিড়ম্বনা শব্দটা আমি পাত্তা দিই না। থেমে থাকে না কখনো। অন্তজালে আপলোড করে সবার দেখার সুযোগ করে দিয়েছি। অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিজিটাল সমতা যদি পাওয়া যায়। স্বাধীন লড়াকু গেরিলা চিত্রনির্মাতাদের ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হবে বলে মনে করি। তবে ডিজিটাল সাম্য আদৌ আসছে? যারা ডিজিটাল শক্তি সরবরাহ করছেন তাদের হাতেই থাকবে ডিজিটাল। আর তারা কারা এটা আমরা সবাই জানি। নিয়ন্ত্রণ আসছে আসবে লড়াই থাকবে অব্যাহত।

আমার গুরুর কথায় ভাবনার অভ্যাস করতে চাইছি। ভাবাতে চাইছি। ভাবনা ছাড়া কোন প্রগতিশীল জাতি হতে পারে না। এটা একটা সংস্কৃতি। গতি আর একটা সংস্কৃতি। মানুষ কে গতিময় রেখে ভাবার অবকাশ কেড়ে নিতে চায় যারা তারা মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত নয়। যে শ্রেণিরই হোক না কেন সংগ্রামের পরিপন্থী প্রগতিশীলতার পরিপন্থী। আমার সিনেমাটির আখ্যান জুড়ে আছে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তর গল্প।

আবার এ সিনেমায় প্রথাগত আখ্যান বর্জনেরও চেষ্টা করেছি। সাধারণ মানুষের ছবিই করতে চাইছি। তাই এই কর্পোরেটের যুগে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত আমার ছবি। নির্বাচন করেছি অভিনেতা অভিনেত্রী সাধারণ আপামর মানুষ থেকে। আমি গতির জীবন থেকে টেনে বার করে মানুষগুলিকে থামাতে চাইছি, স্থির করতে চাইছি। মুখোমুখি বসে বলতে চাইছি তাদের জীবনের গল্প সত্য অক্ষুন্ন রেখে কোনও রকম জাগলারি না করে।

মিশিগানে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত ৬

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের পুলিশ জানাচ্ছে কালামাজু শহরে একজন বন্দুকধারীর গুলিতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে। গোলাগুলির ঘটনায় আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। সন্দেহভাজন একজনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে এটা খুবই ট্র্যাজিক ঘটনা এবং এ ঘটনায় তদন্ত চলছে যেন সঠিক লোকের বিচার হয়। কালামাজু শহরের পুলিশ বলেছেন শনিবার রাতে আমাদের কাউন্টিতে বেশ কয়েকটি গোলাগুলি হয়েছে। মনে হচ্ছে একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত, একাধিক মানুষ এই গোলাগুলিতে নিহত হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন ওই গোলাগুলির

ঘটনায় ৬জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে এবং এর মধ্যে চারজন একটি রেস্টুরেন্টে এবং দুজন একটি গাড়ির দোকানের সামনে গোলাগুলিতে নিহত হন। পুলিশ বলছে প্রথম ঘটনাটি ঘটে শনিবার সন্ধ্যায় কালামাজো'র একটি অ্যাপার্টমেন্ট। সেখানে এক নারীকে কয়েকটি গুলি করা হয়। এর ঘন্টা তিনেক পর একটি গাড়ির দোকানে তিন ব্যক্তির ওপর গুলি চালানো হয়, যাদের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আর তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে ক্র্যাকার ব্যারেল নামের একটি রেস্তোরাঁর পার্কিং লটে। সেখানে চারজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়, আহত হন আরও একজন। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

জল নয়, আগুনের ঝর্ণাধারা

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের ইয়োসেমিটি জাতীয় উদ্যানে জল নয়, পাহাড়ের উঁচু থেকে নেমে আসছে আগুনের ঝর্ণাধারা। আর সেটি দেখতে পার্কে এসে ভিড় করছেন অসংখ্য পর্যটক। আসলে এটি এল ক্যাপিটান পর্বত থেকে বেরিয়ে আসা সাধারণ জলেরই একটি ঝর্ণা। অবশ্য এবারই প্রথম নয়। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসেই এই পার্কে এই আগুন ঝর্ণাটি দেখা যায়। অস্তগামী সূর্যের আলো বিশেষ কোণ থেকে পড়ার কারণে এটিকে আগুনের ঝর্ণার মতো দেখা যায়। যদিও ঝর্ণায় জলের পরিমাণ আর মেঘের আনাগোনার উপর দৃশ্যটির ফুটে ওঠা না ওঠার বিষয়টি নির্ভর করে। কর্তৃপক্ষ বলছে, অস্তগামী সূর্যের আলো বিশেষ কোণ থেকে ঝর্ণার উপর পড়ার কারণেই এমন দৃশ্যের তৈরি হয়। তবে কারণ যাই হোক, এই আগুনের মতো দেখতে ঝর্ণার জন্য পার্কে ভিড় জমাচ্ছেন অনেক দর্শক।

গণভোট ব্রিটেনে ২৩ জুন

টানা দু'দিনের বৈঠকের পর সবুজ সঙ্কেত। ব্রিটেনকে 'বিশেষ মর্যাদা' দিতে রাজি হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), শনিবার এ কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। এর পরই আজই ১০, ডাউনিং স্ট্রিটে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বসেন তিনি। সিদ্ধান্ত হয়েছে, 'বিশেষ মর্যাদা' নিয়ে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে থাকবে কি না, তা আগামী ২৩ জুন গণভোট হয়ে স্থির হবে। প্রথম, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য দেশ থেকে ব্রিটেনে আসা কর্মপ্রার্থীদের কাজের সুযোগ–সুবিধায় প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার কাটছাট করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে একত্রীভূত থাকতেও ব্রিটেন আর বাধ্য থাকবে না। যাঁরা ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে, তাঁরা অবশ্য বলছেন 'বিশেষ মর্যাদা'র নামে নতুন চুক্তিতে সামান্যই সংস্কার করা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে তিনি রয়েছেন বলে শনিবারই জানান ক্যামেরন। তাঁর কথায়, '২৮ সদস্যের ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে নিরাপদ।' ক্যামেরনের আশঙ্কা, ইইউ ছেড়ে বেরোলে দেশের অর্থনীতি ধাক্কা খেতে পারে। 'অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে', বলছেন তিনি। তবে ক্যামেরন এও জানিয়েছেন, গোটা ব্যাপারটাই সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত। তাঁরাই ঠিক করবেন, ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ কী হবে।

পাথরপ্রতিমার অচিন্ত্যনগর দ্বীপ মন কাড়ে

মেহেবুব গাজি

ডায়মন্ডহারবার থেকে বাসে উঠলাম। প্রায় তিন ঘন্টা বাসে যাওয়ার পর এল পাথরপ্রতিমা। সুন্দরবনের নজরকাড়া ব্লক। পাথরপ্রতিমা ব্লকের পনেরোটা গ্রাম পঞ্চায়েত সবগুলিই দ্বীপ। চারিদিকে জঙ্গল, কোনওটার ফেরী ঘাট সম্পূর্ণ আবার কোনওটার আধা জীর্ণ। এরই মধ্যে একটা পঞ্চায়েত ঘুরলাম। নাম অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। কামদেবপুর, অচিন্ত্যনগর, বিষ্ণুপুর, লক্ষ্মীপুর, পূর্ব শ্রীপতিনগর, আর পশ্চিম শ্রীপতিনগর এই মৌজা নিয়ে অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। যোগাযোগ বলতে একমাত্র ভরসা ভুটভুটি। ধ্রুব বাজার হয়ে লক্ষ্মীপুর ঘাট। আরেকটি রাস্তা রামগঙ্গা হয়ে প্রায় এক ঘন্টা ভুটভুটিতে বিরাট বাজার ঘাট। তবে এখন রায়দীঘি থেকে বলের বাজার হয়ে সেতু হয়ে যাওয়ায় মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সমন্বয় হয়। গ্রামে ঢুকলে দেখা যাবে পিচের রাস্তা। আবার কোথাও মূল রাস্তার সঙ্গে গ্রামের ভিতর ঢালাই রাস্তার সংযোগ হয়েছে। সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে বহু রাস্তা তৈরি হয়েছে। বিধায়ক সমীর জানা বহুবার এই দ্বীপে গিয়েছেন। সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। সমস্যার কথা শুনেছেন। বিধায়কের উদ্যোগে গ্রামে উন্নয়নের ধারা চলছে। কোথাও আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, কোথাও বা গীতাঞ্জলি জলবন্ধু–র দেখা মিলবে এই গ্রামে, তারা পানীয় জল সংগ্রহ করে স্থানীয় কাকদ্বীপ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করে জানিয়ে দেয় পানীয় জলটি আর্সেনিক মুক্ত কিনা।

বর্তমান সরকারের বড় প্রয়াস হল বিদ্যুৎ পরিষেবা। সম্প্রতি কয়েকমাস আগে বিদ্যুৎ এসেছে গ্রামে। দ্বীপের মানুষেরা খুবই উচ্ছ্বসিত। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাহায্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে প্রত্যন্তর দ্বীপ এলাকায়। পাশের আইল্যান্ড পূর্ব ও পশ্চিম শ্রীপতিনগরে বিদ্যুতের কাজ চলছে। তবে সৌরশক্তি এখন মূল ভরসা। খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে ওই দ্বীপেও। চতুর্দিক জঙ্গলবেষ্টিত দ্বীপের মানুষের কাছে এটাই সবথেকে বড় পাওনা। মানুষ তাই বর্তমান সরকার ও বর্তমান বিধায়ক সমীর জানার কাছে তারা কৃতজ্ঞ। অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোয় ফিরিয়েছে মা–মাটি–মানুষের সরকার।

যাওয়া আসার পথে পথে

মূলত এখানকার মানুষেরা শ্রমজীবী। খুব কম সংখ্যক চাকরিজীবী। তবে এই দ্বীপের বেশ কিছু মানুষ তারা তাদের পরিবার নিয়ে কাজের সুযোগে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরা চাল পাচ্ছেন। নদী বাঁধার কাজ চলছে জোর কদমে। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ কুমার ভুঁইয়া বলেন, গ্রামে আগে রাস্তা বলতে মাটির রাস্তা ছিল, এখন আমরা পাকা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। বাড়ির মেয়েদের পড়াশুনা করাতে পাচ্ছি। সাইকেল পেয়েছে আমার মেয়ে। বিধায়কের কাছে কোনওদিন হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়নি। গ্রামের এক বৃদ্ধা জানান, আমার নাতনি কন্যাশ্রী পেয়েছে। পাশে এক মাঝবয়সি মহিলা বলেন আগে আমাদের গ্রামে অসুস্থ হলে বাঁচাব কিভাবে সেটাই ভাবতে হত আর এখন অনেকটাই কষ্ট লাঘব হয়েছে। লক্ষ্মীপুর ঘাটে ভাটার সময় নৌকো অনেক দূরে দাঁড়াত। নদীর চর কাদামাটি পেরিয়ে রাস্তায় উঠতে হত। এখন আর সমস্যা হয় না। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কংক্রীটের অনেক বড় জেটি আর কাঠের ভাসমান ডোঙা করে দেওয়া হয়েছে। সুবিধা অনেক। গ্রামের কিছু দূর গেলে দেখা যাবে একটি হেলথ সাব সেন্টার। আশা কর্মীরা এখানে আসেন, মায়েদের সঙ্গে আলোচনা সভা করেন।

এছাড়া জ্বর, সর্দি, কাশি, ডায়েরিয়া ওষুধ সরবরাহ করা হয়। আশা কর্মীরা জানায় গ্রামে একটি কমিউনিটি ডেলিভারী সিস্টেম হলে গর্ভবতী মায়েদের অনেক সুবিধা হবে। নদী পেরোতে হবে না। সমস্ত পঞ্চায়েতের অধীনে চারটে সাব–সেন্টার আছে। আর একটার নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। বর্তমান বিধায়কের কাজের গতিতে খুশি দ্বীপের বাসিন্দারা। কিছু অঞ্চল সিপিএমের দখলে থাকলেও তাদের গলাতেও একই সুর। তারা বলেন রাস্তা অনেক তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু বাকি আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত প্রধান শর্মিলা সাউ বলেন, আমাদের পঞ্চায়েতে উন্নয়নের গতি চলছে। মানুষ তার মার্কসিটের রেজাল্ট জানাবে। বিধায়ক সমীর জানা বলেন, মা–মাটি–মানুষের সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে ওই গ্রামে। আমরা আগামী দিনে আরও কিছু করব। যা মানুষ বিগত সরকারের কাছ থেকে পায়নি। মানুষকে অন্ধকারে রেখে নিজেদের পকেট ভরিয়েছে। দুর্নীতির আখড়া ছিল সিপিএম সরকার। একশো দিনের কাজ থেকে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, বিদ্যুতের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। আর এই উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই আমরা জেলায় প্রথম হতে পেরেছি। দ্বীপের মানুষেরা আগামী দিনেও এই সরকারের সঙ্গে থাকবে। এটা আমার গর্ব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছি।

মাঙ্গলিকী

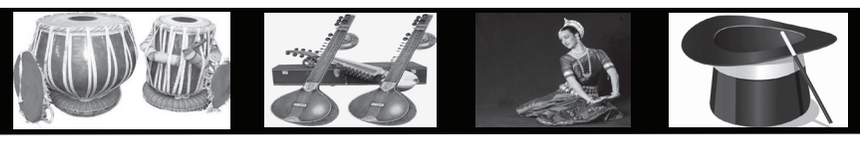

‘একটি মুজিবরের কণ্ঠ হতে’ আবেগ সমৃদ্ধ সাহিত্য বাসর

১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান পরাজিত হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীর হাতে। সাথে ছিল বাংলাদেশের ‘মুক্তি যোদ্ধা’ অসংখ্য তরুণের দল (‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’)। সেই ৪৪ বছর আগেকার বাংলা দেশের ‘বিজয় দিবসকে’ স্মরণ করা হল ‘চোখ’ সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানে, জীবনানন্দ সভাগৃহে। কারণ? কারণ ‘চোখ’ সাহিত্য পত্রিকার লেখক পাঠক গোষ্ঠীর ভিতরে অতি উজ্জ্বলভাবে সমন্বয় ঘটেছে এপার বাংলা ওপার বাংলার সংস্কৃতি জগতের সুধীজনের। এই অনুষ্ঠান করতে ‘চোখ’–এর লেখক গোষ্ঠীর সাথে হাত ধরেছিলেন পূর্ব কলকাতার সুখ্যাত সাংস্কৃতিক দল ‘সৃষ্টি’।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশিষ্টজনকে বিবিধ স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। এঁরা হলেন ফেরদৌস হাসান (বাংলাদেশের সুখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক) বেলাল মহঃ স্মারক, কবি লালমোহন বিশ্বাস (‘চোখ’ সম্মাননা), কবি দেবীদাস (?) (যোগমায়া দে স্মারক)।

সারস্বত সন্ধ্যার উদ্বোধন করলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি আশিস সান্যাল, মঞ্চে রাখা মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, তাঁর নিজস্বী দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শিল্পী মিতালী মন্ডল। এই পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গোপাল চক্রবর্তী। সকলকে স্বাগত জানিয়ে তিনি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১–এর কথা বিশেষ উল্লেখ করলেন। তবে অনুষ্ঠানের গোড়ার কথা বলা হয়নি। মঞ্চে কবি আশিস সান্যালের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে আসরকে উজ্জ্বল করা হয়।

পরে মঞ্চে একইভাবে সম্মান জানানো হয় কবি, বাচিক শিল্পী পঙ্কজ সাহাকে। এদিন ‘১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১’ এবং ‘চোখ’ পত্রিকা নিয়ে যাঁদের ভাষণ সকলের হৃদয় স্পর্শ করল তাঁরা হলেন কবি আশিস সান্যাল, পঙ্কজ সাহা, পত্রিকার সম্পাদক মানিক দে প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠানে ‘চোখ’ সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল।

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় এলেন ‘ঝোড়ো হাওয়া’ সাহিত্য পত্রিকা খ্যাত কবি অমল কর। এই পর্বে প্রথমেই বলতে হয় বালিকা স্রেষ্টা দে–র ‘কবির মৃত্যু’ কবিতাটির অনবদ্য আবৃত্তি। বলতে হয় তরুণী চুমকি কয়ালের ‘জাগরণ’ কবিতাটির কথা। আরও যাদের কবিতা মন ছুঁল এই প্রতিবেদকের তাঁরা হলেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ডাঃ মলয়কৃষ্ণ সাহা, কাজল চক্রবর্তী প্রমুখ। বিবিধ গানে যাঁরা আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন শুক্লা ভট্টাচার্য, কুমার মোহান্ত প্রমুখ।

পঙ্কজ সাহা তাঁর ভাষণে ‘চোখ’–এর সমাজ সেবার কথা বললেন। গানের পর্বে ফিরে গিয়ে বলতে হয় বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার বরিষ্ঠ কবি রবীন মুখোপাধ্যায়ের হাতেও এদিন পুরস্কার সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। নিজের লেখা, নিজের সুর দেওয়া ১ লাইন অনবদ্য গানও শোনালেন শ্রদ্ধেয় রবীন মুখোপাধ্যায়। সকলের পীড়াপিড়িতে অমল কর শোনালেন তাঁর অনবদ্য অণু কবিতা ‘তামা পিতলের মোহ’। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশক মানিক দে–ও শত ব্যস্ততার মধ্যে হৃদয়স্পর্শী স্বরচিত একটি কবিতা শোনালেন। প্রতিষ্ঠিত কবি পঙ্কজ সাহার স্বরচিত কবিতা পাঠ আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। তরুণী মৌমিতা সাহার আবৃত্তি (কবি শামসুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পৃক্ত কবিতা) আলাদা ভাবে উল্লেখ্য।

কবি ওয়াজেদ আলির বাংলা ভাষা নিয়ে সমৃদ্ধ ভাষণ একই ভাবে উল্লেখ্য। এদিন ‘চোখ’–এর অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমী কলা প্রদর্শনের সুযোগ পায় ক্ষুদে জাদুকর স্পন্দন। তাঁর ১০ মিনিটের জাদু সকলেই উপভোগ করেন।

সংযোজনা : ‘চোখ’–এর পরবর্তী সভা ১৭ই মার্চ বাংলা আকাদেমী সভাঘরে বিকাল ৫টায়।

পূর্বী সংগীত ও কলাকেন্দ্রের ১৯তম সমাবর্তন উৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ

প্রতি বছরের মতন এ বছরও দক্ষিণ কলকাতার পূর্বী সংগীত ও কলাকেন্দ্রের ১৯তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (জোঁড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ মঞ্চে)। এই সমাবর্তন উৎসবে সারা পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি সংস্থা থেকে ১৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্যে অংশ নেয়। নজরুলগীতিতে প্রথম হন প্রিয়া কর্মকার, রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম হন সুদেষ্ণা সরকার, পিয়া ঘোষ। ভাস্কর্য ও অঙ্কনে প্রথম স্থান অধিকার করেন শৌভিক দাস। রবীন্দ্র নৃত্যে যুগ্ম ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন অনন্যা জানা ও সায়ন্তিনী সুর। এছাড়া দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন স্বস্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্বরী রায়, অমৃতা গিরি, কিংশুক সামন্ত, অর্পিতা বর্ধন, পৌলমী পারুই।

ছাত্র ছাত্রীদের সার্টিফিকেট মেমেন্টো তুলে দেন পূর্বী সঙ্গীত ও কলাকেন্দ্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী ও চিত্রকর প্রশান্ত বিশ্বাস, নৃত্য শিল্পী গোপা বন্দ্যোপাধ্যশয়। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন ভাস্বতী দত্ত, আরাধনা সাহা।

অঙ্কন বিচারক ছিলেন তপন দে এবং নৃত্যে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দ্বিতীপ্রিয়া সরকার। অনুষ্ঠানে বাণীবিতান রামকৃষ্ণ বাটি (হাওড়ার) শিল্পীরা উদ্বোধনী সঙ্গীতে অংশ নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন কল্যাণ বক্সী ও ভাস্বতী দত্ত।

শান্তি নারায়ণ দত্ত’র স্বপনপুরের ছেলেমেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবীণ সাহিত্যিক শান্তি নারায়ণ দত্ত। জন্ম ১৯৩১ সালে, বয়স তাঁর নব্বই এর কোটায়। এখনও তার কলমের জোর প্রবল। ছোটবেলা থেকেই বই পড়া গান শোনা লেখালেখির মধ্যেই জীবন কেটেছে। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর আর আইনে স্নাতকোত্তর হবার পর সরকারি চাকরির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিন ছিলেন বহুদিন। বিদেশী সাহিত্য নিয়মিত পড়তেন। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন আনন্দমোহন ও মীর্জাপুর সিটি কলেজে। অনুবাদ আর ভ্রমণ কাহিনি রচনাতে ব্যস্ত রয়েছেন আজও।

সম্প্রতি ‘‘স্বপনপুরের ছেলেমেয়ে’’ ১২টি গল্পের সংকলন (ছোটদের বই) কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল। প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক কৃষ্ণা বসু। উপস্থিত ছিলেন কবি ও অনুবাদক অমৃতা বেরা, কবি সুভাশিষ ভাদুড়ী, ভাষা সংসদের প্রধান বিতস্তা ঘোষাল, বাগেশ্রীর কর্ণধার ভাস্বতী দত্ত ও বার কাউন্সিলের প্রসূন দত্ত। ১৩৮৯ সালে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এত বছর বাদে কলকাতা বইমেলা ২০১৬ উপলক্ষে ‘‘স্বপনপুরের ছেলেমেয়ে’’ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই বইটির প্রকাশক ভাষা সংসদ। এই বইতে হ্যান্সের ভাগ্য, ভ্রাম্যমান গায়ক দল, টম–টিট আর ভালুক, গোলাপ কুড়ি, অদ্ভুত বেহালাবাদক, টমথাক্স, কুকুর ও চড়াই বন্ধু, নাচিয়ে বার রাজকন্যা, খরগোসের কপাল ফেরা, কৃতজ্ঞ পশুরা, স্যালাড, সোনার পাখী প্রতিটা গল্প পড়তে ভালাই লাগে। কুমারজিৎএর প্রচ্ছদটি বেশ ভাল। সুন্দর ঝকঝকে ছাপা। বইএর দাম ১০০ টাকা।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র

গত ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি (১৬) পর্যন্ত সন্ধ্যায় ঠাকুরের পদধূলিধন্য রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে কর্মাধ্যক্ষ সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বোস। ভক্তিগীতি পরিবেশন

মাধ্যমে ‘ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের’ ৩৭তম ‘প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব’ মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও বিশ্ববরেণ্য বীর সন্যাসী পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মহান জীবনী ও অমর বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ, বিশ্বনাথানন্দ, গত ভয়ানন্দ, ভাস্বরপ্রাণা মাতাজি, ইষ্টাত্মপ্রাণা মাতাজি, প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চ্যাটার্জী, অর্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য ও সমীর করেন কল্যাণেশানন্দ ও ডঃ শঙ্কর ঘোষ। ‘নটী বিনোদিনী’ শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন অনিমেষ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় ‘বরাহনগর আসরের’ শিল্পীবৃন্দ।

এছাড়া পুজো, গীতা পাঠ, ধর্মসভা, হোম, ভোগ এবং অসংখ্য ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়।

নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার আসর

সম্প্রতি সংগঠনের একটি আসরে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামখ্যাত কবি অপূর্ব দত্ত। সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য তাঁকে উষ্ণ স্বাগতঃ জানালেন সকলের তরফে। যথারীতি ব্যাঙ্গমার থিম সং দিয়েই আসর শুরু হল। ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য গাইলেন ভাগ্যোদয় হাজারীর লেখা, শিল্পী কর্তৃক সুরাপিত গান ‘আমরা রঙ্গব্যাঙ্গ ভালবাসি বলে’ গানটি— এই গানের মধ্যে দিয়েই তিনি আসরের সুর বেঁধে দিলেন...এদিন যাঁদের রঙ্গ/ব্যাঙ্গ কবিতা এই প্রতিবেদকের ভাল লাগলো তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর দত্ত (‘সবশে আচ্ছা’ হিন্দিতে লেখা), দীনেন্দ্র চন্দ্র (‘একই দোষে আমরা দোষী’), নিতাই মৃধা (‘ঘুমের মাশুল’), দেবকুমার মুখোপাধ্যায় (‘তোতলা’), রণজিৎ দে (‘ঠাকুমার জেরা’ অনবদ্য রচনা), সুধীন বিশ্বাস (স্ত্রোত্র সমৃদ্ধ কবিতা), সুজিত দেবনাথ (ভাল কবিতা), কুণাল অধিকারী (‘টক দই’) প্রমুখ। আলাদাভাবে উল্লেখ্য শেফালি সরকারের হৃদয়স্পর্শী রচনা ‘ভাই দ্বিতীয়া’।

এদিন রম্য রচনা/কাহিনী পাঠে ছিলেন শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (‘পান’ সমৃদ্ধ হাসির গল্প লেখার রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর সাথে তাঁর পরিচয়ের কাহিনী)। মোহিত গুপ্ত (‘রবীন্দ্রনাথ জানলা দরজা খুলে রাখতে চাইতেন’—এই নিয়ে সুন্দর গান সমৃদ্ধ কথন), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (‘আমার বিজয়া’), অমিত গঙ্গোপাধ্যায় (‘বাঁদর’—এই সন্ধ্যার সেরা রম্য রচনা) প্রমুখ।

গ্রন্থ/পত্রিকা প্রকাশক মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বললেন, সংগঠনের সাহিত্য পত্রিকার এবারের সংখ্যাটির প্রকাশের সাথে যুক্ত আছেন বলে তাঁর খুবই ভাল লাগছে, কারণ এই সংখ্যাটিতে বেশ কিছু ভাল হাসির/ব্যাঙ্গাত্মক লেখা রয়েছে— যেমন সুকুমার মণ্ডল, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা উল্লেখ্য। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু হাসির ছড়া। এদিন আসরে সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয়া প্রবন্ধকার কৃষ্ণা সেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পেরিয়ে এখন মিলন উৎসবে মিলিত হয়েছি। এখন বাংলা সাহিত্যে হাসির রস ধরে রাখার কাজে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে; সেখানে নব পর্যায় ব্যাঙ্গমা যে কাজটি করছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। এদিন আসর বিশেষ সমৃদ্ধ হল বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। জয়শ্রী পালের কণ্ঠে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান ‘এক ঝাঁক পায়রা’ এই প্রতিবেদককে তাঁর তরুণ বয়সে ফিরিয়ে নিয়ে গেল... ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্যের প্যারডি গান ‘কি দেবো গায়ে, কি জড়াবো শেষ রাতে’ এক কথায় অনবদ্য। টেনিদার ভাষায়—‘ইয়াক ইয়াক!’

সব শেষে উল্লেখ করব কবি অপূর্ব দত্তর কণ্ঠে শোনা তাঁরই বিবিধ রচনা পাঠ। ‘সীতা হরণের কান্ড’, ‘মহাভারতে অপ্রকাশিত কান্ড’, ‘ভাগ্নে মদন’, ‘বাংলা টাংলা’ এক কথায় আসরকে হাস্য রসের হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করল— হে কবি, ‘তোমারে সেলাম’! এদিন আলিপুর বার্তার শারদীয় সাহিত্য পত্রিকা শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেনের হাতে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির তরফে তুলে দিলেন নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায়। সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেনকে সমিতির তরফে বিশেষ ধন্যবাদ জানালেন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর যীশু খ্রিষ্টকে নিয়ে লেখা অতি ইতিহাস সমৃদ্ধ, তথ্য পূর্ণ নিবন্ধটির জন্য। এদিন আসর সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী জয় ভট্টাচার্য। তিনি কিছু উপভোগ্য কৌতুকও শোনান। তবে ভিন্ন ভিন্ন কবি/লেখককে পাঠের জন্যে আমন্ত্রণ জানানোর আগে কবি/লেখকের নাম নিয়ে/লেখার ধরণ নিয়ে ‘হেঁয়ালী’ সম্পৃক্ত মন্তব্য প্রথম দু–একজনের ক্ষেত্রে ভাল লাগলেও পরের দিকে তা এক ঘেঁয়ে হয়ে যায়। জয়কে এটা খেয়াল রাখতে হবে। আর কবি অপূর্ব দত্তকে যদি তিনি এইভাবে পাঠে আমন্ত্রণ জানাতেন, তবে ভাল হত : ‘যাঁর কবিতা, ছাড়া শোনবার জন্য আমরা অনেকক্ষণ ধরে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি, এবার তিনি শোনাবেন তাঁর অনবদ্য কিছু রচনা— কবি অপূর্ব দত্ত— এটা বললেই বোধহয় যথেষ্ট হতো। কবি অপূর্ব দত্তর রচনার স্তুতিবাদ সমৃদ্ধ বিরাট পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? এদিন সংগঠনের সাহিত্য পত্রিকা ‘ব্যঙ্গমা’–র সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শাব্দ

(সপ্তম সংখ্যা ১৪২২ / সম্পাদক – কেয়া চট্টোপাধ্যায়) ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যা বাউল/ফকির সংখ্যা হিসাবে উৎসর্গীকৃত। বাংলার লোক–সংস্কৃতির এই ধারাটি নিয়ে একাধিক রচনা রয়েছে এই সংখ্যায়। বাউল/ফকিরদের জীবন–দর্শন ও জীবন–যাত্রার কথা ফুটে উঠেছে উৎপল ফকির ও লীনা চাকীর নিবন্ধ দুটিতে। এই পর্বে অরুণ কুমার চক্রবর্তী–র কবিতাটি বাউলসাধন ক্রিয়ার সন্ধান দিয়েছে। কবিতা বিভাগ–টি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। নাসের হোসেন, ডি. অমিতাভ, সৈয়দ কওসর জামাল, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ সাদ্দাম হোসেন, অজয় দেবনাথ প্রমুখ বেশ উজ্জ্বল। প্রধান সম্পাদক কল্যাণ চৌধুরীর কবিতা গুচ্ছ পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তবে গুচ্ছ কবিতার শর্ত কয়েকটিতে বোধহয় লঙ্ঘিত হয়েছে, তবে বিষয়ের বলিষ্ঠতা সেটুকু বিচ্যুতি ঢেকে দিয়েছে। কিশোর ঘোষালের চোত–বোশেখের গল্প, আমাদের স্মৃতির সরণীতে আলো ফেলে। তাপস গুপ্তের গল্পটির মজা ঠিকঠাক উপভোগ

অরূপ রতন

করা গেল না। অর্ণব দাসের গল্পটি (ইটস্ ওকে) উতরে গেছে তবে নায়ক–নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়াসটি বেশ উদ্ভট। পত্রিকার শুরুতেই বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়ার)–এ শুভেচ্ছা মন ছুঁয়ে যায়। শেষের পাতায় ওঁর একটি জগত–খ্যাত যাদুর নেপথ্য কথা জানালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পত্রিকার ঠিকানা – ফ্ল্যাট বি/১৭, সত্যম আবাসন, ৭ রেজাউল করিম সরণী, গোরাবাজার, বহরমপুর – ৭৪২ ১০১ (মুর্শিদাবাদ) / 919734494609 / 919433490014 ই–মেল shabdomag@gmail.com)

মন ক্যামেরা

(সম্পাদক – রূপালী বিশ্বাস) (January 2016 দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় গদ্য রচনার সমাবেশ ঘটেছে। শচীদুলাল পাল, অরিন্দম বারিক, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, বিভু মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা মাজি। সম্পাদিকার নারী না দেবী গল্পটিতে জনৈক মমতাময়ী সেবিকার কথা উঠে এসেছে। এটিকে অবশ্যই ব্যতিক্রমী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কারণ সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবাংলায় বিতর্কিত সেবা(?)–র এত মর্মস্পর্শী ও নির্মম ঘটনা ঘটেছে তা জানার পরে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা উঠলে আতঙ্ক চেপে বসে! সাংস্কৃতিক খবরে বিস্তর গোলমাল, শর্মিষ্ঠা মাজি সম্পাদিত পত্রিকার নাম পুরুলিয়া! এছাড়াও কিছু উদ্ভট বাংলা বানান চোখে পড়ল, কবি সুবল মাইতি–র নাম সুবোল হয়েছে। অক্ষর বিন্যাসে বেশ বিলাসিতা দেখা গেল, নাকি লেখার অপ্রতুলতা! প্রচুর অংশ স্রেফ ফাঁকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, শুভেচ্ছা–বার্তার জন্য গোটা একটি পাতা বরাদ্দ হয়েছে। সম্পাদকীয়–র নীচে সম্পাদকের নাম ও পেশার উল্লেখ কেন?

(পত্রিকার ঠিকানা – ৭৮ মাখলা মানিকতলা, পোঃ মাখলা, উত্তরপাড়া, হুগলী / ফোন – 92300 66771)

কবিতার জন্য আমি

(১৫ তম বর্ষ / সপ্তম সংখ্যা / কার্তিক ১৪২২) (সম্পাদক রীণা কুণ্ডু) কবিতা বিষয়ক পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যা কবি নজরুলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ডঃ সর্বজিত যশ, কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাণা রায়ের নিবন্ধগুলি সুলিখিত, নজরুলের সাথে আমাদের নতুন করে পরিচয় ঘটে। শঙ্কর সাহা, সাতকর্ণী ঘোষ, সনত ভট্টাচার্য, তন্দ্রা ভট্টাচার্য, সৌমেন নন্দী প্রমুখেরা অল্প আঁচড়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সম্পাদিকার লেখা নিবন্ধ–টির (বীজ রেখে গেছো ..) সাথে নজরুলের কোথায় যোগসূত্র রয়ে গেছে ধরা গেল না।

(পত্রিকার ঠিকানা – উর্মিননী, কালনা রোড, দেশবন্ধুনগর, বর্ধমান–৭১৩ ১০১ / 9609667996)

উত্তর তরঙ্গ

(বইমেলা সংখ্যা ১৪২২ / সম্পাদক কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়) ষান্মাষিক পত্রিকাটি নির্মাণ বেশ ছিমছাম কিন্তু সম্পাদকীয় পড়তে গিয়েই হোঁচেট লাগে। বইমেলা সংখ্যার সম্পাদকীয় সূচনায় আশ্বিনের শারদীয়া বন্দনা কেন! বর্তমান সংখ্যাটি কে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বইমেলা সংখ্যা (!) বলে উল্লেখিত হয়েছে দ্বিতীয় ছত্রে। সাগর চক্রবর্তীর সাহসী কবিতা গোড়াতেই। ৩৮ পাতার পত্রিকায় কবিতায় মাত্র ৬ টি পাতা কবিতার জন্য বরাদ্দ হয়েছে, কবি–রা একটু বুঝি মনঃক্ষুন্ন হবেন। গদ্যাংশেও সাগর চক্রবর্তী সিংহভাগ জুড়ে দুটি ধারাবাহিক নিবন্ধে (কবিতার বিশয় আশয় ও মা নিষাদঃ) হাজির। নিবন্ধ–দুটিই পাঠকদের ঋদ্ধ করে। গণপতি ঠাকুরের নিবন্ধটিও (দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস) সুলিখিত।

(পত্রিকার ঠিকানা – ২/৯ই, শহিদ নগর, কলকাতা – ৭০০ ০৩১ / 96741244690)

গ্রামোন্নয়ন কথা

(শারদ ১৪২২ সংখ্যা – সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই) – আগাগোড়া নিবন্ধ–আশ্রিত পত্রিকা, বর্তমান সংখ্যাতেও সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে! সংগ্রহশালা গঠনের ইতিহাস (ডঃ বিজন কুমার মণ্ডল) আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। বাকি ন–টা নিবন্ধ বিষয় বৈচিত্রে প্রত্যেকে অনন্য। অর্চনা দত্ত লিখিত প্রথম বাঙালী ডাক্তার (ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী), প্রণব চৌধুরী বাংলা ছড়াকার ব্রজেন্দ্র নাথ ধর কিংবা ডঃ ফাল্গুনী ভূঁইয়া–র লোকসংস্কারের উপর নিবন্ধ – প্রতিটি লেখাই অমূল্য বিশ্লেষণ ও তথ্যে সমৃদ্ধ। পট শিল্প নিয়ে লিখেছেন সৌমেন রায়। সব মিলিয়ে গোটা সংখ্যাটিই সংগ্রহযোগ্য। এমন একটি জরুরি কাজের নেপথ্য মানুষ–টির (অমৃতলাল পাড়ুই) নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সক্ষমতা–কে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

(পত্রিকার ঠিকানা – এজিপি ভবন, গ্রা – আশুরালী, পোঃ সাধুরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা–৭৪৩ ৫০৪ (03174–202444 / 9732848728) ই–মেল agpamrita@gmail.com)

এমআর ডিলারদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন

নির্মল গোস্বামী

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সোনারপুরের শিমূলতলায় অগ্রগামী ক্লাবের হল ঘরে সৈফুদ্দিন নস্কর মঞ্চে সম্পন্ন হল ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৫তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন। সকাল ১০টায় সম্মেলনের শুভ সূচনারম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির রাজ্য সভাপতি জগন্নাথ কোলে ও সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কমিটি যুগ্ম সম্পাদক নিখিলেশ ঘোষ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নির্মল প্রামাণিক। শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক হাসান উল্লা লস্কর।

বর্তমান পরিকাঠামোয় নামমাত্র কমিশনে সুষ্ঠুভাবে রেশন দোকান পরিচালনা করাই দায়। তাই রেশন ডিলারদের সরকারি কর্মচারি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান অন্যথায় কমিশন বৃদ্ধি করে মাসিক ২৫,০০০ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা অথবা কুইন্ট্যাল প্রতি ১৫০ টাকা কমিশন দিতে হবে। পাঁচ বছর অন্তর লাইসেন্স নবীকরণ প্রথা চালু করতে হবে। নিউ পিডিএস কন্ট্রোল অর্ডার এর মাধ্যমে রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে যে দন্ড বিধান চালু করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। NFS বিলে এর মাধ্যমে ৬০০ SFI গোডাউন তৈরির আদেশ প্রত্যাহার করে ৩০০ SFI গোডাউন তৈরির আদেশ জারি করতে হবে। নন পিডিএস–এর নিকৃষ্ট দ্রব্য এবং বাজার থেকে বেশি মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী বন্ধ করতে

হবে। সকলকে ২টা কেজি দরে চাল ও গম দিতে হবে। কেরোসিন তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ঘোচাতে হবে ইত্যাদি ব্যবসায়িক ও জনস্বার্থবাহী ১৩ দফা দাবি পেশ করা হয়।

বর্তমানে সরকারি অব্যবস্থার দায় অনেক সময় ডিলারদের ঘাড়ে এসে পড়ছে। জনরোষের বলি হচ্ছে ডিলাররা। মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা জনগণের সামনে ডিলারদের হেয় প্রতিপন্ন করে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকতে চায়। অথচ গণবন্টন ব্যবস্থার সরকারি সাফল্য পরিপূর্ণ করে নির্ভরশীল ডিলারদের উপর। তাই রাজ্য ও জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ডিলারদের অনুরোধ করেন যে ভুলের জন্য আজ সর্বত্র অব্যবস্থা দৃষ্ট হচ্ছে সেই ভুল সংশোধনের জন্য ডিলাররা সর্বতভাবে আন্তরিক সাহায্য করবে।

সম্মেলন থেকে ১৫ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন নির্মল প্রামাণিক। যুগ্ম সভাপতি হন তপন দত্ত ও সম্পাদক হন হাসান উল্লা নস্কর। উক্ত তিনজনসহ শচীন ঘোষ (ডায়মন্ড হারবার) শ্যামাপদ চক্রবর্তী (বারুইপুর) বিমলবাবু (ক্যানিং) এবং মৃগেন ডাকুয়া (ডায়মন্ড হারবার) এই ৭ জন রাজ্য কমিটিতে নির্বাচিত হন। আগামী ৬–৭ মার্চ জলপাইগুড়িতে এমআর ডিলারদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা বিশেষ শিশুদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেন আইসিসিআর হলে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের তাসের দেশের একটি দৃশ্য।

টি-২০ বিশ্বকাপের প্রাক্কালে

এশিয়া কাপে ভারতের স্টেজ রিহার্সাল

কমল নস্কর

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের যতই অবদান থাকুক না কেন, আপামর বাংলাদেশী এখন ভারতের সঙ্গে ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচকে যুদ্ধ বলে মনে করেন। এই ভারত বিদ্বেষী আবহে আরও হাওয়া দিয়েছে গত বিশ্বকাপের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। যে ম্যাচে ভারত অদৃশ্য শক্তি (পড়ুন শ্রীনিবাসন)-র সাহায্য পেয়েছিল বলে আজও বদ্ধ ধারণা বাঙালদের। এত কিছু টানাপড়েনের মাঝে ফের আরও এক ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। সৌজন্যে এশিয়া কাপ। যাতে রোহিত শর্মার ব্যাটিং ঝড় আর আশিস নেহরার বোলিং তাণ্ডবের জেরে ভারত একরকম গুড়িয়ে দিল বাংলাদেশকে। যদিও ম্যাচের আগে ঢাকার বাংলাদেশী সমর্থকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল ভারতকে 'উড়িয়ে দেবো',

'চুরমার করে দেবো' মনোভাব। ভাবটা এমন যেন ভারত প্রতিপক্ষ হিসেবে খুব নগণ্য। তাছাড়া গোটা বাংলাদেশেই ভারত বিরোধিতার (ক্রিকেটের আঙ্গিকে) এক সোপান তলে তলে সলতে পাকাচ্ছিল। তা সে গুড়ে আপাতত ছাই পড়েছে। তবে টি-২০ বিশ্বকাপের আসরে প্রেক্ষাপট যখন তখন পালটে যেতেও পারে। ফলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের নকআউট পর্যায়ে অর্থাৎ সেমিফাইনাল বা ফাইনালের আসরে দেখা হলে পরিস্থিতি পালটে যেতেই পারে।

এই বাংলাদেশ মরিয়া একটা লড়াই তুলে ধরতে চাইবে তাও নিশ্চিত। ভারতের পক্ষে আশার কথা হল এই যে, গত সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ভারতের যে দলটি পর্যুদস্ত হয়েছিল তার থেকে বর্তমান এই দলটি ধারে-ভারে অনেকটাই এগিয়ে। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি টি-২০ সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশের মাটিতে হোয়াইট ওয়াশ করে দেওয়ার পরে ধোনি বাহিনী যেন গনগন করে ফুটছে। তার ওপর সামনে বিশ্বকাপের আসর। এর আগে এশিয়া কাপ হল স্টেজ রিহার্সালের জায়গা। এই টুর্নামেন্টে ভারতের হয়ে চোখ বুজে বাজি ধরছেন সমর্থক থেকে বিশেষজ্ঞরা। তাও যেহেতু খেলাটার নাম ক্রিকেট, একটা যদি-কিন্তু থেকেই যায়। এই জায়গা মেরামত করে টিম ইন্ডিয়া নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারে দেখার এখন সেটাই।

ফের মোহনবাগান লিগ শীর্ষে, সমর্থকদের বুকে আশা জাগাচ্ছে

মলয় সুর : বিগত বেশ কতকগুলি বছর ভারতীয় ফুটবলের মূল ট্রাক থেকে সরে গিয়েছিল বাংলার ফুটবল। খোদ ফুটবলের মক্কা চলে গিয়েছিল খাদের কিনারে। জাতীয় লিগের দখলদার হিসাবে প্রাথমিকভাবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের হার ছিল প্রশ্নাতীত। সেখানেই ৯০-এর দশকের দিক থেকে গোয়ার দলগুলি প্রথম সারিতে এগিয়ে আসতে থাকে। গত কয়েক বছর জাতীয় লিগ মানেই ডেম্পো, সালগাঁওকর, চার্চিল ব্রাদার্স, লাজং এফসি, স্পোর্টিং দ্য গোয়ার নাম উঠে আসত লিগ চ্যাম্পিয়ন তালিকায়। কলকাতার দুই প্রধান সবুজ-মেরুন কিংবা লাল হলুদ চলে গিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে নজরের বাইরে। হঠাৎ পরিস্থিতি পালটে দিয়েছে গঙ্গাপারের মোহনবাগান ক্লাব। গতবার জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাগান। এবারও সমর্থকরা প্রচণ্ড খুশি ও আশাবাদী। এরজন্য চেতলা নিবাসী বাঙালি কোচ সঞ্জয় সেনের অবদান অনস্বীকার্য। গত বছর যেখানে শেষ করেছিলেন। এবারও আই লিগের প্রথম দফায় শেষ ম্যাচ বারাসত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে স্পোর্টিং দ্য গোয়াকে শনিবার ১ গোলে হারিয়েছে সবুজ মেরুন বিগ্রেড। আই লিগ জয়ী কোচ সঞ্জয়ের কাছে দ্বিতীয় দফায় অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতে দলের জয়টা আরও বেশি জরুরি মনে করছেন। কোনও দলকে আন্ডার এস্টিমেট করলে ভুল হবে। এখন সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। পয়েন্ট হারানো চলবে না। ইতিমধ্যেই সবুজ-মেরুন গ্যালারিতে বসন্তের হাওয়া। আবির খেলা, বিউগিল বাঁশি, ড্রাম বাজানো শুরু হয়েছে। এরই মাঝে সুন্দরী সুবেশা মহিলা দর্শক সংখ্যায় ঢেরগুণ বেড়েছে। অন্যদিকে সমর্থকরা বাগানের খেলোয়াড়দের ভালবাসায় মাতোয়ারা উল্লাস শুরু করে দিয়েছেন। গ্যালারির চারিদিক থেকে সমর্থকরা জয়ধ্বনি দিচ্ছেন।

মোহনবাগানের নির্ভরযোগ্য উঠতি তারকা প্রণয় হালদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলের প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল বাবার কাছে। বাবা প্রভাতকুমার হালদার ব্যারাকপুর লাটবাগানে মঙ্গল পান্ডে উদ্যান ফুটবল কোচিং সেন্টারে ফুটবল অনুশীলন করাতেন। সেখানে বাবার কোচিংয়ে অনুশীলন করত। এরপর ২০০৯ সালে টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে চলে যায় প্রণয়। সেখানে আরও দু'বছর কাটিয়ে 'পৈলান অ্যারোজে যোগ দেয়। ফের টিএফএ-তে চলে আসে। ২০১১-১২ সালে দুর্গাপুরের মোহনবাগান সেল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পায়। ২০১৪তে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবে খেলে। প্রণয়ের বাবা প্রভাত বাবু ব্যারাকপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দলের কোচিং করান। গত ডিসেম্বর মাসে পুলিশের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ঘরে পরিবার বলতে মা বন্দনা হালদার ও তাঁরা দুই ভাই। বড় প্রয়াসু ও ছোট প্রণয়। রক্তে ফুটবল থাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই খেলাটাকে প্রণয় রপ্ত করেছিল। একসময় মরোক্কোর কোচ করিম বেঞ্চারিফা মোহনবাগানে থাকাকালীন প্রয়াসু হালদার সেই বছর সবুজ-মেরুন দলে খেলে। ব্যারাকপুর কোলে পাড়া এলাকায় ওদের বাড়ি। পুরো পরিবারটা ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত। ২০১৪ সালে ভারতীয় দলের হয়ে এশিয়া কাপ ফুটবলে সাউথ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলা। এরপরে ২০১৬ জানুয়ারিতে কেরলে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে

ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিল উঠতি তারকা প্রণয়।

আফগানিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ভারতের কোচ ছিলেন স্টিফেন কনস্টানটাইন। সেই থেকে একের পর এক সাফল্য এবং ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ২০১৬তে শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবে তেইশ বছর বয়সী প্রথম সারির সেন্ট্রাল মিডফিল্ড খেলোয়াড় হিসাবে প্রণয় নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। মোহনবাগানের বর্তমান কোচ সঞ্জয় সেন-এর মতে 'ছেলেটি' পরিশ্রমী, মাঠ জুড়ে খেলে। স্কিল স্ট্যামিনাও দুর্দান্ত। শুধু তাই নয় দুর্দান্ত কভারিং আর নিখুঁত ট্যাকলিংয়ের জোরে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে ১১ নম্বর জার্সিধারী তরুণ ফুটবলারটি। লক্ষ্য অবশ্যই বড় ফুটবলার হওয়া। চোখে তাই সবুজ মেরুন জার্সি গায়ে চড়িয়ে সেই স্বপ্নকে রূপ দিতেই পরিশ্রম করে চলেছে। পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো প্রণয়ের ফুটবল আইকন। খেলোয়াড়ি দক্ষতায় মোহনবাগান ক্লাবের ভাবমূর্তি রক্ষায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ফুটবল প্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাফল্যের নজির গড়বেন এটাই প্রত্যাশা।

ভারতী সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালী ভারতী সংঘের পরিচালনায় চূড়ান্ত পর্যায়ের ফুটবল টুর্নামেন্ট হল। বাচ্চাদের মোট ৮টি দল ছিল। পূজালী ফুটবল স্কুল জয়ী হয়। বড়দের ১৬টি দল ছিল। ফাইনাল বাটা আমন্ত্রণ ২-০ গোলে জনকল্যাণ সংঘকে পরাজিত করে। উইনার্স ট্রফি ও রানার্স ট্রফি নামাঙ্কিত ছিল যথাক্রমে মানিক চন্দ্র বাড়ুই ও রাধাপদ মন্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা প্রমুখ। ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

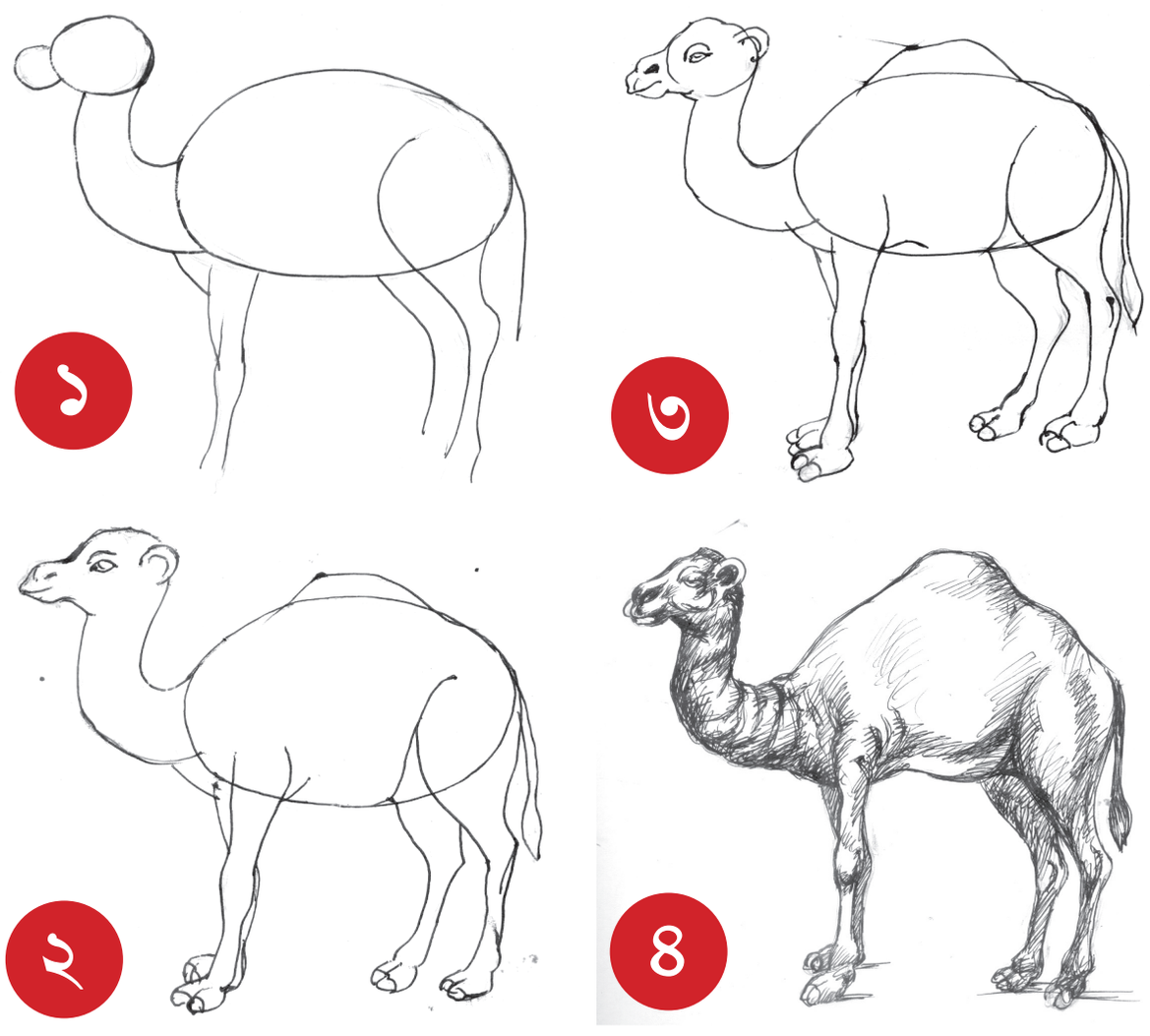

ধাঁধা

সমুদ্রে জন্ম আর
আকাশে বিচরণ,
হিমালয়ে বাঁধা পেয়ে
নিচে অবতরণ।
নিচে কী অবতরণ করে?

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ২৭ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ-এর মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

বিশ্বজিৎ মন্ডল, পঞ্চম শ্রেণি, দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com